সোভিয়েত ও ভারতীয় যুবসমাজঃ মৈত্রী সহযোগ ও সংহতি

Бенгали

1974.

এম. ব্লাগোনরাভোভা

সোভিয়েত ও ভারতীয় যুবসমাজ: মৈত্রী সহযোগ ও সংহতি x)

Молодёжь СССР и Индии: дружба, сотрудничество, солидарность. x)

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী

THE YOUTH OF
THE USSR AND INDIA:
FRIENDSHIP, COOPERATION,
SOLIDARITY
(Bengali)

Author:
M. BLAGONRAVOVA

Молодёжь СССР и Индии. Дружба, сотрудничество, солидарность

Soviet Desh Booklet, 1974

ВСЕСОЮЗНАЯ
ГОС. БИБЛИОТЕКА
иностранной литературы
543657

Price: Seventyfive Paise
মূল্য: পঁচাত্তর পয়সা

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কলিকাতাস্থিত দূতস্থানের
বার্তাবিভাগের পক্ষে ওয়াই· মরোজভ কর্তৃক
"সোভিয়েত দেশ" অফিস, ১/১ উড স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক
"কালান্তর" প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। (43/74)

এই পুস্তকের সমস্ত উপকরণ
নোভস্তি প্রেস এজেন্সির সৌজন্যে

এই পুস্তিকায় বিবৃত হয়েছে তরুণ ভারতীয় বিপ্লবীদের ১৯২০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণের কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের সংহতির কথা, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আসা তরুণ বিশেষজ্ঞরা ভারতের যেসব নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করছেন তার কথা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের তরুণদের মধ্যে 'মৈত্রী সপ্তাহগুলির' কথা। যেসব সোভিয়েত শ্রমিক ভারতের জন্য পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করছেন এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভারতীয় ছাত্রটি "অহল্যা ভূমির উন্নয়নের জন্য" সোভিয়েত পদকে ভূষিত হয়েছেন, এই পুস্তিকা তাঁদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবে। এতে বর্ণিত হয়েছে সোভিয়েত স্কুলগুলিতে 'টেগোর ক্লাবের' কথা এবং কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দুটি বিখ্যাত নদী—ভোলগা ও গঙ্গার নামানুসারে যে পত্রিকা প্রকাশ করেন তার কথা।

আমাদের দুদেশের তরুণ নাগরিকদের মধ্যেকার সম্পর্ক বহুবিচিত্র। এই পুস্তিকায় তাদের মৈত্রী ও সহযোগিতার শুধু কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

"আমাদের দু-দেশের তরুণ-তরুণীরা সব ধরনের সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, সমাজ প্রগতির জন্যে, এশিয়া ও সারা পৃথিবীতে শান্তির জন্যে সক্রিয়ভাবে লড়াই করছে।

"ভারতের যুবসমাজ যেভাবে তাঁদের দেশের সামনের জরুরী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধান করছেন, সোভিয়েত যুবসমাজ তা গভীর সহমর্মিতা নিয়ে উপলব্ধি করে। ভারতের যুবসমাজ আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল যুব-আন্দোলনে সোভিয়েত ইউনিয়নের তরুণ-তরুণীদের অবদানকে উচ্চ মূল্য দেয়।

"আমাদের দু-দেশের যুবসমাজ বহুকাল ধরে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ, সে-মৈত্রী বলিষ্ঠতর হয়ে উঠছে এবং বছরে বছরে বিকশিত হয়ে চলেছে।

"সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের জনগণের মধ্যেকার মৈত্রীকে সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের দু-দেশের যুবসমাজের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার বিরাট গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবহিত।"

(সোভিয়েত ও ভারতীয় যুবসমাজের মধ্যে প্রথম মৈত্রী সপ্তাহে অংশগ্রহণকারীদের প্রচারিত বিবৃতি থেকে)

"লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ ও সোভিয়েত যুব-সমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বলতে নিছক বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার চাইতেও বেশি কিছু বোঝায়। আমরা পরস্পরের ভ্রাতৃতুল্য এবং একই মতামত আমরা পোষণ করি। যুব কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস ও তার বর্তমান কাজকর্ম আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে আমরা গৌরবদীপ্ত ও বীর সোভিয়েত যুব কমিউনিস্ট লীগের জয়যাত্রার সঙ্গে মেলাই। আন্তর্জাতিক সভা-সম্মিলনগুলিতে আমাদের প্রতিনিধিদলগুলি কাজ করে সম্পূর্ণ পারস্পারিক বোঝাপড়া ও মৈত্রীর মনোভাব নিয়ে।

"আমাদের দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভের সাম্প্রতিক সফরকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

"সোভিয়েত যুব প্রতিনিধিদলগুলির ভারত সফর সারা-ভারত যুব ফেডারেশন ও সারা-ভারত ছাত্র ফেডারেশনের মর্যাদা বাড়ায়, আমাদের দেশে বামপন্থী যুব-আন্দোলনকে আরো সংহত করতে সাহায্য করে এবং আমাদের আজকের দিনের প্রধান প্রধান প্রশ্ন আলোচনা করার সুযোগ দেয়।"

(সি. কে. চন্দ্রাপ্পান, সারা-ভারত যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক, পার্লামেন্ট সদস্য)

"গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভ নির্ধারিত শান্তির কর্মসূচী ঠান্ডা যুদ্ধের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথনির্দেশ করেছে এবং লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের আন্তর্জাতিক কাজকর্মের প্রধান প্রধান গতিপথ নির্ধারণ করেছে।

"সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভের ভারত সফরকে আমাদের সমগ্র জনগণ, সমস্ত প্রগতিশীল যুবসমাজ স্বাগত জানিয়েছেন। আমরা এখন একথা বলতে পেরে আনন্দিত যে মৈত্রী সঠিক পথ ধরে, আমাদের ভবিষ্যতের পথ ধরে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

"সারা-ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের ১৭তম কংগ্রেসে ভাষণ প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভ আপনাদের দেশে কমিউনিস্ট নির্মাণকর্মের ব্যাপারে কাজের ব্যাপক এক কর্মসূচীর রূপরেখা উপস্থিত করেছেন। আমরা স্থিরনিশ্চিত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি লীগের সামনে যে কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন—কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভের বক্তৃতায় যা বর্ণিত হয়েছে, সে কর্তব্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হবে…।

"ভারতের যুবসমাজের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মতৎপরতায় আমাদের সংগঠন সর্বদাই পুরোভাগে থেকেছে। বহু বিষয়ে, ভিয়েতনামের উপরে মার্কিন বোমাবর্ষণ থেকে শুরু করে চিলিতে প্রতিবিপ্লবী ক্ষমতাদখলের নিন্দা পর্যন্ত সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভিযানে আমরা সোভিয়েত যুবসমাজ ও লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের কাছ থেকে বন্ধুসুলভ সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছি। এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তির উদ্যোগ আজকের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।"

(রণজিত গুহ, সারা-ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সহ-সভাপতি)

"লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের ১৭তম কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ

সম্পাদক কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভের বক্তৃতায় আমরা গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি; সারা পৃথিবী তাঁকে চেনে শান্তির জন্য, সকল জাতির সুখের জন্য অক্লান্ত যোদ্ধা হিসেবে।

"তাঁর গভীরতাপূর্ণ বক্তৃতায় রয়েছে নতুন, কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের কাজে, কমিউনিস্ট ভবিষ্যতের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার কাজে আপনাদের দেশের তরুণ সমাজের অংশগ্রহণের এক সর্বাত্মক কর্মসূচী।

"আমরা, ভারতের প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রীরা, মনে করি যে কমিউনিস্ট রীতিতে জীবনযাপন ও কাজ করার জন্য, জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর উদ্দেশ্যে অক্লান্তভাবে লড়াই করার জন্য সোভিয়েত যুবসমাজের প্রতি কমরেড ব্রেঝনেভের আহ্বান, হল পৃথিবীর গণতান্ত্রিক যুবসমাজের উদ্দেশে আহ্বান, যুবসমাজের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতির জন্য, শান্তি ও সমাজপ্রগতির জন্য আমাদের সংগ্রামের পতাকাকে আরো উঁচুতে তুলে ধরার জন্য আমাদের দেশের যুব-ছাত্রসমাজের উদ্দেশে আহ্বান...।

"ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতিশীল যুবসমাজের মধ্যেকার মৈত্রীর ইতিহাস বহু গৌরবময় ঘটনায় চিহ্নিত। সারাভারত ছাত্র ফেডারেশন ও সারা-ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের মধ্যে সহযোগিতাকে আমরা আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক ছাত্র-আন্দোলনে আমাদের কাজকর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ অংগ বলে মনে করি।

"পৃথিবীর প্রগতিশীল যুবসমাজের সংগে একত্রে আমরা দৃঢ়তার সংগে যুদ্ধ ও প্রতিক্রিয়ার সমস্ত শক্তির বিরোধিতা করি।

"আমরা দাবি করি, ইন্দোচীন সম্পর্কে সমস্ত চুক্তি পালন করা হোক।

"আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন উপস্থাপিত ও এশিয়ার বহু শান্তিকামী দেশ কর্তৃক সমর্থিত নীতির ভিত্তিতে এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে।"

(আজিজ পাশা, সারা-ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক)

"সারা ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের ১৭শ কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসংগে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেঝনেভ সকল মহাদেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক যুব সংগঠনগুলির সংগে লীগের সম্পর্কের বিরাট গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে সমস্ত গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সংগে লীগকে বন্ধুত্ব শক্তিশালী করে যেতে হবে। আমি নিশ্চিত, আমার দেশে তাঁর কথা প্রশংসা পাবে। কারণ আমাদের পক্ষে এ কথাটা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা একা নই। আমি এ বিষয়ে নিঃসংশয় যে, সোভিয়েত যুবসমাজের সংগে যে-মৈত্রী সাফল্যের সংগে বিকশিত হচ্ছে, তা এক আশু প্রয়োজন।"

(প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি)

"আজ যে-কজন ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রায় ছ-বছর সোভিয়েত ইউনিয়নে কাটিয়েছেন আমি তাদের একজন। প্যাট্রিস লুমুম্বা জাতিসমূহের মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি শিক্ষালাভ করেছি। সেখানে আমি আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পরিবেষ্টিত ছিলাম। এমন কি এখনও স্নাতক হিসাবে আমার উত্তীর্ণ হবার কয়েক বছর পরেও, সোভিয়েত জনগণের সংগে আমি বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করি। যে-কারখানায় আমি কাজ করি সেখানে বহু সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ

ও শ্রমিক আছেন, তাঁরা আমাদের শিল্পোৎপাদনের নতুন প্রযুক্তিগত পদ্ধতি শিখতে সাহায্য করছেন। কাজের প্রতিটি স্তরে সোভিয়েত ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা ঘনিষ্ঠ ও নিয়ত যোগাযোগ রাখেন। সন্দেহ বা অসুবিধা দেখা দিলে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিকরা তাঁদের সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুদের পরামর্শ চান।"

(মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা 'দ্রুঝবা'য় প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সতীশ চন্দ্রের একটি প্রবন্ধ থেকে।)

"ভারত যখন বিদেশী শাসন থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল, তখন সেখানকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সোভিয়েত জনগণ গভীর সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন।

"আবার ভারতের জনগণও সোভিয়েত ভূমিতে ঘটমান বিরাট পরীক্ষাকে যারা হত্যা করতে চেয়েছিল তাদের সকলের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণকে সমর্থন করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমাদের সহানুভূতি সব সময়েই ছিল সোভিয়েত জনগণের দিকে, যাঁরা নাৎসী হানাদারদের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রাম করছিলেন। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে নাৎসীদের উচ্ছেদকে সমগ্র ভারত স্বাগত জানিয়েছিল।

('ইন্দো রিভিয়্যু' পত্রিকায় প্রেরিত **যশপাল** সিং-এর একটি চিঠি থেকে)

ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা

ভারতীয় ও সোভিয়েত জনগণের মধ্যেকার মৈত্রীর এক ঘটনাবহুল ইতিহাস আছে, আছে চমৎকার পরম্পরা। যাঁরা এই মৈত্রীর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং বহু দশক ধরে এই মৈত্রী রক্ষা করেছেন, তাঁদের কথা স্মরণ করা যাক।

রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ

রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে—এই খবরটিকে ভারতের মুক্তিকামী স্বাধীনতাসংগ্রামীরা সোৎসাহে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রাশিয়ায় কী ঘটছে সে সম্পর্কে সত্য কথা গোপন অথবা বিকৃত করার জন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভারতে জনগণ জানতেন যে সোভিয়েত সরকার দেশের সকল জাতির সমানাধিকার ও ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করেছেন, মানুষের হাতে মানুষের শোষণের উচ্ছেদ ঘটিয়েছেন এবং কৃষকদের হাতে জমি দিয়েছেন।

অক্টোবর বিপ্লব ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে

সশস্ত্র খণ্ডবাহিনী সংগঠিত করে উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার উদ্দেশ্যে ৩৬ হাজার ভারতীয় আফগানিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করেন। কিন্তু এ জাতীয় একটা যুদ্ধ চালাবার মতো অর্থবল তাঁদের ছিল না এবং এ-ধরনের সংগ্রামের অবস্থাও তখন যথোপযুক্ত ছিল না। কয়েকজন তরুণ বিপ্লবী সোভিয়েত রাশিয়ায় যাওয়ার কথা প্রস্তাব করেন। তাঁদের স্বদেশবাসীরা এবং ইতিমধ্যেই যারা সেখানে গেছেন এমন সহযোদ্ধারা বলেন যে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকরা সংগ্রামের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সে সম্পর্কে জানা ভারতীয় বিপ্লবীদের পক্ষে কাজে লাগবে এবং ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সোভিয়েত ভূমির কাছ থেকে সাহায্যের উপরে নির্ভর করতে পারে।

কিন্তু অর্থ ছাড়া, বিদেশ ভ্রমণের ছাড়পত্র ছাড়া তাঁরা রাশিয়ায় যাবেন কি করে? ৮০ জন বেপরোয়া তরুণকে নিয়ে গঠিত প্রথম দলটি হিন্দুকুশ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে সেখানে যাওয়াই স্থির করেন।

তাঁদের কোনো পথ-প্রদর্শক ছিল না, পাহাড়ী পথে তাঁদের জীবন বহুবার বিপন্ন হয়েছে। গরম জামা কাপড় না থাকায়, রাতে শীতে তাঁদের হাড় পর্যন্ত জমে গেছে। তাদের আহার্যের যোগান ছিল অতি সামান্য; শিখ ব্যবসায়ীরা তাঁদের গ্রামে এদের আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করতেন বলে তাঁদের কাছে এরা কৃতজ্ঞ। কঠোর দুঃখকষ্টে ভরা কুড়ি দিন পরে তাঁরা প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত আমু দরিয়া নদীর ওপারে সোভিয়েত শহর তেরমেজে এসে পৌঁছান।

নদীটির সোভিয়েত এলাকার পারে জনতার ভীড় জমে গিয়েছিল, তাঁরা তাঁদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। তেরমেজের অধিবাসীরা তাঁদের হাত-নেড়ে অভিবাদন জানান এবং বিপ্লবী শ্লোগান দিতে থাকেন। ভারতীয়রা সোভিয়েতের জমিতে পা

দিতেই অর্কেস্ট্রা বেজে ওঠে। লাল ফৌজের সৈনিকরা তাঁদের 'গার্ড অব অনার' প্রদর্শন করেন।

ভারতীয়দের সম্বোধন করে লাল ফৌজের সেই খণ্ডবাহিনীর অধিনায়ক বললেন, "কমরেডস! রুশ শ্রমজীবী জনগণ বিপ্লব সম্পন্ন করেছেন, শোষণের শৃঙ্খল চূর্ণ করেছেন এবং তাঁদের দেশের দরজা খুলে দিয়েছেন পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিগুলির সামনে। আমাদের সমস্ত সম্পদ, আমাদের জমি ও তার ধনরাশি জনগণের। আপনারা আমাদের দেশে যতদিনই থাকুন না কেন এদেশী জনসমষ্টির মতো সমান অধিকার ভোগ করবেন আপনারা। আপনারা আপনাদের দেশের মুক্তির জন্য লড়াই করবেন, দেখতে পাবেন আমাদের দেশের শ্রমিক ও কৃষকরা আপনাদের সঙ্গে আছেন।"

এই দলটির কয়েকজন সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় থাকবেন বলে স্থির করেন। বাসমাচি প্রতিবিপ্লবী দুর্বৃত্তরা চারদিকে সক্রিয় ছিল. তা সত্ত্বেও অন্যেরা আমু দরিয়া ধরে তুরস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে তাঁরা যোগ দেবেন। কিন্তু তাঁরা সীমান্ত পর্যন্তও পৌঁছতে পারেননি।

তৃতীয় দিনে তুর্কমেন প্রতিবিপ্লবীদের হাতে তাঁরা বন্দী হন।

ভারতীয়রা লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হন, তাঁদের সব কিছু কেড়েকুড়ে নেওয়া হয়। কয়েকজন যুবক অত্যাচারে মারা যান। বাসমাচিরা নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করে—তরুণ ভারতীয়দের তারা গুলি করে মারবে, না ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করবে। ভারতীয় বিপ্লবীরা তিন সপ্তাহ এই যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন, তাঁরা জানতেন না তাঁদের ভাগ্যে কী আছে। তারপর লাল ফৌজের কয়েকটি ইউনিট এসে তাঁদের মুক্ত করে।

লাল ফৌজের একটি খণ্ডবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীরা কেরকি শহরে প্রবেশ করেন। বুখারার আমিরের ফৌজ (তাদের

সংখ্যা ছিল শহরের গ্যারিসনের তুলনায় বেশ কয়েকগুণ বেশি) যখন শহরে হানা দিয়ে অবরোধ করে, তখন সেই শহর রক্ষায় ছত্রিশজন ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক লাল ফৌজের সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দেন।

বহু বছর বাদে, এঁদের একজন—শওকত উসমানি স্মৃতিচারণ করে বলেন, "সোভিয়েত ভূমির সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পেরেছিলাম বলে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য আমাদের জীবন বিসর্জন দিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম।"

অবরোধ যখন শেষ হয়, বিপ্লবী কমিটি তখন ভারতীয়দের ধন্যবাদ জানান এবং স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁদের মধ্য এশিয়ার জাতীয় পোশাক উপহার দেওয়া হয়। তারপর তাঁরা বুখারায় যান, সেখান থেকে যান তাশখন্দে।

মধ্য এশিয়ার যেখানেই এই ভারতীয়রা গেছেন, সেখানেই দেখেছেন জাতীয় প্রত্যন্ত এলাকাগুলির নিরক্ষর, পদদলিত জাতিগুলি সোভিয়েত জাতি-পরিবারের সম্পূর্ণ সমানাধিকারপূর্ণ সদস্য হিসেবে নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন। জনগণ যে উদ্দীপনা নিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য কাজ করছেন তা তাঁরা দেখেছেন। গোটা দেশ কীভাবে জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের অধিকারী হবার চেষ্টা করছে তা লক্ষ্য করে ভারতীয়রা বিস্মিত হয়েছিলেন। শুধু শিশু আর যুবকরাই নয়, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরাও লেখাপড়া শিখছিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষালাভ করছিলেন। শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকরা শিখছিলেন কল-কারখানা, শিল্প, উদ্যোগ ও কৃষিকার্য পরিচালনা করতে এবং রাষ্ট্র শাসন করতে।

রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রামের ইতিহাস অধ্যয়ন করে ভারতীয় বিপ্লবীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে, প্রথমত ও প্রধানত, জনসাধারণের সংগ্রামের উপরে, সেই সংগ্রাম কতখানি সংগঠিত ও সচেতন তার

উপরে ; একটা সশস্ত্র বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করার উপরে নয়, এমন কি তার সংখ্যা যদি কয়েক হাজার হয় তাও নয়। ভারতীয়রা নিঃসংশয়ে বুঝলেন যে, সেই নির্দিষ্ট স্তরে তাঁদের পক্ষে যেটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিপ্লবী তত্ত্ব আয়ত্ত করা এবং রাশিয়ায় বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন করা। সোভিয়েত ভূমিতে তাঁদের যে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাঁরা তার সদ্ব্যবহার করার প্রয়াসী হলেন।

তাশখন্দে বিশেষভাবে তাঁদেরই জন্য তৈরি একটি স্কুলে কয়েকজন ভারতীয় অধ্যয়ন করেন। শওকত উসমানি, রফিক আহমেদ ও আরো কয়েকজন ভর্তি হন মস্কোস্থিত প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

গ্রেপ্তার, বিচার, কারাদণ্ড—ভারতীয়রা যখন দেশে ফিরে গেলেন তখন তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থাই করে রেখেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ। তাঁরা শুধু সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়েছিলেন বলেই নিগৃহীত হন।

কিন্তু কোনো দমন-পীড়নই বিপ্লবীদের স্তব্ধ করতে পারেনি। তাঁরা রাশিয়ার ঘটনাবলীর কথা, অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের কথা বলেছেন। ইংরেজী এবং অন্য কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত শওকত উসমানির **পেশোয়ার থেকে মস্কো** বইটি বিরাট কৌতূহল জাগ্রত করেছিল। এই বইতে তিনি সোভিয়েত ভূমি সম্পর্কে, পৃথিবীর সকল প্রান্তের শ্রমজীবী জনগণকে যেসব ঘটনা গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল সে সম্পর্কে সত্য কথা বিবৃত করেছেন।

৫ নভেম্বর ১৯৬৭ তারিখে, অক্টোবর মহাবিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভারতস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত এন. এম. পেগভ রফিক আহমেদকে একটি সোভিয়েত পদক উপহার দেন। রফিক আহমেদ কেরকি শহর রক্ষার লড়াইতে

লড়েছিলেন। দীর্ঘদেহী, পক্ককেশ এই বৃদ্ধ তাঁর চোখের জল আটকাতে পারেননি। তুমুল হর্ষধ্বনি কমে এলে তিনি বলেন ঃ

"দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতের প্রতিনিধিরা যে বিপ্লবে, অক্টোবর মহাবিপ্লবে—অতি ক্ষুদ্র হলেও—তাঁদের অবদান রেখেছেন সেজন্য আমি সুখী, বর্ণনাতীত সুখী।"

"সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমস্ত সাহায্য দাও"

প্রবাদ আছে, প্রয়োজনের সময়কার বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। সোভিয়েত দেশের ভাগ্যে যখন দুঃসময় এসেছিল তখন বহু ভারতীয় বিশেষ করে যুবসমাজ তার প্রকৃত বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৯৪১ সালে নাৎসী ফৌজ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলাফল কি হবে তার উপরে ভারতীয় জনগণের ভবিষ্যতও নির্ভর করছিল। ফাশিস্তদের শুধু যে এশিয়ার ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক এলাকাগুলি দখল করারই মতলব ছিল তা নয়, ভারতবাসী সহ লক্ষ লক্ষ এশিয়াবাসীকে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন করার অভিসন্ধিও তাদের ছিল।

১৯৪২-এর গ্রীষ্মকালে ফাশিস্তরা চেষ্টা করল ককেশীয় পর্বতমালা ভেদ করে আফগানিস্তানে ঢুকে যেতে এবং সেখান থেকে আরো পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে, যাতে, তাদের ভাষায়, "সিন্ধু ও গঙ্গার জলে ইওরোপের ধুলো ধুইয়ে দেওয়া যায়।"

ফাশিস্ত বাহিনী অবশ্য ভারতের জমিতে পা দেয়নি। ভারতকে বোমাবর্ষণ আর মৃত্যু শিবিরের বিভীষিকার অভিজ্ঞতা

পেতে হয়নি, কারণ সোভিয়েত সৈনিকরা হিটলার-বাহিনীকে ককেশাসে আটকে রেখেছিল এবং স্তালিনগ্রাদে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেছিল, কারণ লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত জনগণ ফ্যাসিবাদের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য তাঁদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। নাৎসী হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের প্রতি যাঁরা সর্বপ্রথম সমর্থন জানিয়েছিলেন, ভারতীয় তরুণ সমাজ ছিলেন তাদের অন্যতম।

২২ জুন ১৯৪১ তারিখে নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। ২৬ জানুয়ারি তারিখে গ্রেটব্রিটেনস্থিত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আই. মাইস্কি এই টেলিগ্রামটি পান ঃ "হীন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সোভিয়েত যুব-ছাত্রদের প্রতি সারা-ভারত ছাত্র ফেডারেশনের আন্তরিক সমর্থনের কথা দয়া করে তাদের জানিয়ে দিন। দ্রুত বিজয় কামনা করি। ফারুকি, সাধারণ সম্পাদক।"

অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারের ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও অনুরূপ টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। সারা দেশ জুড়ে তরুণ সমাজ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে সভা-সম্মেলন করেন।

আগস্ট ১৯৪১-এ **দ স্টুডেন্ট** লেখে, "ফ্যাসিবাদ হল আমাদের পতাকায় উৎকীর্ণ শ্লোগান—স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতির শত্রু। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরে জার্মানীর আক্রমণের আগে আমরা এই যুদ্ধের চরিত্র-বর্ণনা করেছিলাম আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষ হিসেবে এবং কার্যকরভাবেই তার বিরুদ্ধে প্রচার ও গণ-আন্দোলন সংগঠিত করেছিলাম। মুক্তি ও প্রগতির দুর্গ, মানবজাতির আশা সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সংঘর্ষের বাইরে ছিল, প্রতিদিন শক্তি সঞ্চয় করছিল, পৃথিবীকে দিচ্ছিল মুক্তি ও প্রগতির চূড়ান্ত বিজয়ের নিশ্চিতি। তাই, মুক্তি ও প্রগতির দুর্গের উপরে নাৎসী

BCECCIOSHAR

জার্মানীর এই অ-প্ররোচিত আক্রমণ আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছে···।

"সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমস্ত সাহায্য দাও!"

"আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করতে পারি এবং করব আমাদের নিজেদের দেশে সোভিয়েতের সপক্ষে বাতাবরণ সৃষ্টি করে। সভা, মিছিল, বক্তৃতা ও অন্যান্য উপায়ে এই যুদ্ধের তাৎপর্য জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমাদের এখনই নিতে হবে।"

নভেম্বর ১৯৪১-এ **দ স্টুডেণ্ট** সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। তাতে ইন্দিরা নেহরু সমেত বহু বিশিষ্ট রাজনীতিক ও জননেতার প্রবন্ধ ছিল। জওহরলাল নেহরুর তেইশ-বছর বয়স্কা কন্যা প্রবন্ধ লিখেছিলেন সোভিয়েত নারী সম্পর্কে।

সোভিয়েত জনগণের বীরত্ব চিত্রিত হয়েছিল কবিতায়, গানে, নাটকে ও সাংগীতিক রচনায়। সভায় ও নাটকানুষ্ঠানে প্রায়শই গীত হত ফ্যাশিস্তদের হাতে নির্মমভাবে অত্যাচারিত বালিকা পার্টিজান জোয়া কসমোদেমিয়ান্স্কায়ার গাথা।

১৮ জানুয়ারি ১৯৪৩ তারিখে লাহোরের 'ফ্রেণ্ডস অব দ সোভিয়েত ইউনিয়ন সোসাইটি'র সম্পাদক শ্রীথাপর কাবুলস্থিত সোভিয়েত কনসালকে একটি চিঠি পাঠান স্তালিনগ্রাদে সোভিয়েত বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে: "আমরা, লাহোরের 'ফ্রেণ্ডস অব দ সোভিয়েত ইউনিয়ন'···সোভিয়েত জাতিসমূহের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও লাল ফৌজের গৌরবময় বিজয়ের প্রশংসা করি। আপনারা সমগ্র পৃথিবীর কাছে আদর্শস্বরূপ, দেখিয়ে দিচ্ছেন জনযুদ্ধ সত্যিই কাকে বলে। সমাজতন্ত্রের অর্জিত বিরাট সাফল্যগুলিকে রক্ষা করে আপনাদের সেনাবাহিনী একই সঙ্গে ভারতের সীমান্তকেও রক্ষা করছে এবং পৃথিবীর মানুষকে বিজয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছে।"

ইন্দোর শহরের অধিবাসীরা বাণিজ্যিক সফরে ভারতে আগত দুজন সোভিয়েত নাগরিককে অনুরোধ করেছিলেন, স্তালিনগ্রাদের রক্ষকদের হাতে উপহার হিসেবে একটি লাল পতাকা দিতে। কবি অন্নাভাউ সাঠে স্তালিনগ্রাদ সম্পর্কে লিখেছিলেন একটি বীরগাথা।

ত্রিশ বছর পরে, ভারতস্থিত প্রাভদার সংবাদদাতা ইভান শেচদরভ কলকাতায় হাওড়া জুট মিল দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানকার অফিসের দেওয়ালে তিনি একটি ছবি দেখেন। তাতে দেখানো হয়েছে শহরের বিধ্বস্ত বাড়ি ঘরের পশ্চাৎপটে সৈনিকদের তাঁবু, তার কাছে সোভিয়েত সৈনিক ও অফিসাররা দাঁড়িয়ে আছেন।

মিলের ম্যানেজার শ্রী বি. এন. মুখার্জি গর্বের সঙ্গে শেচদরভকে বলেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম চূড়ান্ত লড়াইয়ের সেই কঠোর মাসগুলিতে হাওড়া সোভিয়েত ইউনিয়নকে কয়েক লক্ষ মিটার ত্রিপল পাঠিয়েছিল।"

হাওড়া মিল আজও সোভিয়েত ইউনিয়নে মাল পাঠায়। সেসব মালের মধ্যে আছে বস্তা, ত্রিপল ও কার্পেট তৈরির উপকরণ। সোভিয়েত সংবাদদাতাকে সেই যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে তৈরি ত্রিপল দিয়ে প্রস্তুত কিছু স্মারক উপহার দেওয়া হয়। তার ফালিতে "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমরা স্তালিনগ্রাদের জন্য এটি তৈরি করেছিলাম। কলকাতা। হাওড়া। ১৯৭৩" —এই কথা লিখে শ্রমিকরা তাদের নাম স্বাক্ষর করে দিয়েছেন।

ভবিষ্যতের প্রতীক ও অগ্রদূত

আগস্ট ১৯৭২-এ ভারত তার স্বাধীনতার ২৫তম বার্ষিকী উদযাপন করে। নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত সোভিয়েত পত্রিকা

ইউথ রিভিয়্যু, সোভিয়েত ইউনিয়নের সবকটি প্রজাতন্ত্র থেকে পাঠকদের প্রেরিত অভিনন্দনমূলক চিঠি প্রকাশ করে।

কিরঘিজিয়া থেকে পাভেল পানকেভ নামে কুড়ি বছর বয়স্ক একজন গণিত বিশারদ লেখেন, "কিরঘিজদের বলে, কোনো বন্ধুর বাড়িতে যখন একটা পর্বদিন পালিত হয়, তখন আমাদের 'তুতুও কেমুজ' বাজানো হয়। বন্ধুগণ, এবছর আপনারা উদ্‌যাপন করছেন এক বিরাট পর্বদিন স্বাধীন ভারতের ২৫তম বার্ষিকী; তাই সব কিরঘিজিয়া আপনাদের সংগে আনন্দ করছে।"

বিখ্যাত তুলা-চাষী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসের প্রতিনিধি ইনেব ও আখুন্দোভা লিখেছেন, "উজবেকিস্তানে একথা সুবিদিত যে পরিশ্রমী ভারতীয় জনগণ তাঁদের স্বাধীনতার একেকটি বছরের সংগে সংগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির পথে নতুন নতুন পদক্ষেপ করছেন। ভারত প্রজাতন্ত্রের তরুণ নাগরিকবৃন্দ, আমি আপনাদের প্রভূত সুখ এবং আপনাদের দেশের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার কাজে নতুন নতুন কৃতিত্ব কামনা করি।"

তরুণ তাজিক মহিলা কবি মাভজুদা হাকিমোভার লেখা চিঠি থেকে কিছুটা এখানে দেওয়া হচ্ছে: "পুরনোর সংগে সংগ্রামে গড়ে তোলা হচ্ছে নতুনকে এবং অসুবিধা যত বিরাটই হোক না কেন, সর্বদাই সে জয়ী হয়। তার উপর বন্ধুরা যদি পাশে থাকে, আপনি যদি তাদের উপরে ভরসা করতে পারেন তবে তো হয়ই। আপনারা যে পথ বেছে নিয়েছেন সেই পথে যাত্রায় অনেক বন্ধুই আপনাদের সাফল্য কামনা করেন, আর তাজিক জনগণ তার অন্যতম।"

সোভিয়েত তরুণসমাজ একাধিকবার কথায় এবং কাজে দেখিয়েছেন যে স্বাধীন ভারতের সামনে কী প্রচণ্ড দায়িত্বপূর্ণ

কাজ রয়েছে, সেটা তাঁরা বোঝেন। এর একটি প্রমাণ হল প্রথম সোভিয়েত-ভারত প্রকল্প ভিলাই ইস্পাত কারখানা নির্মাণ।

জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন: "ভিলাই ভারতের ভবিষ্যতের প্রতীক ও অগ্রদূত।" তিনি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ভিত্তি সেইখানে স্থাপিত হচ্ছে। ভিলাই আমাদের দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রীরও প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ভিলাই কারখানা নির্মাণ সম্পর্কে চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত স্বাক্ষর করে ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ তারিখে। যে মাসে জরিপ ও গবেষণা কাজ শেষ হয় এবং ছমাস পরে প্রকল্পটি রচিত হয়—দায়িত্বটা সোভিয়েত পরিকল্পকদের কাছে মোটেই সামান্য ছিল না, সেই কথা বিবেচনা করলে বলতে হয় যে অল্পকালের মধ্যেই প্রকল্পটি রচিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় তাপে কাজকে কিভাবে সহজতর করা যায়, বর্ষাকালে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকে কিভাবে আর্দ্রতা থেকে বাঁচানো যায়, মুষলধারা বা উইপোকা থেকে কিভাবে তারের ইনসুলেশনকে রক্ষা করা যায় প্রভৃতি বহু সমস্যা ছিল। কারখানা নির্মাণের বাস্তবটাও খুব সহজ কাজ ছিল না। প্রখর রোদে ঢালাই করা কিংবা আগুনের মত গরম ধাতব কাঠামো সংযোজন করা ভারতীয়দের পক্ষেও কঠিন কাজ ছিল। আর উত্তর অঞ্চলের বা সাইবেরিয়ার লোকেদের কাছে তা করতে কেমন লাগবে তা তো আপনারাই কল্পনা করতে পারেন। চল্লিশ ডিগ্রি তাপের চাইতে চল্লিশ ডিগ্রি শীতেই ওঁরা কাজ করতে বেশি অভ্যস্ত।

ডিসেম্বরের এক রাতে একদল [illegible] কাজ চলছিল। ভারতীয়দের কাছে সেটা রীতিমতো ঠাণ্ডা। তাঁরা কাঁধে-মাথায় আলোয়ান জড়িয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁদের একজন নিজের আলোয়ানটা খুলে সোভিয়েত দলনেতাকে দিয়ে বললেন, "ঠাণ্ডা পড়েছে, গা-মাথা ঢেকে নিন।" দল-নেতার খুব মজা

লাগল, তাঁর পক্ষে সেটা আর যাই হোক, শীত নয়। কিন্তু তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন ভারতীয়টি যাতে মনে আঘাত না পান, সেজন্য কাঁধে আলোয়ানটি জড়ালেন, তারপর কয়েক মিনিট বাদে সেই সহকর্মীকে ফিরিয়ে দিলেন।

পারস্পরিক সাহায্য ও পরস্পরের জন্য ভাবা এটা ছিল ভিলাই কারখানার ভারতীয় ও সোভিয়েত নির্মাতাদের বৈশিষ্ট্য এবং এতে কাজ হয়েছে। কাজ এগিয়ে গেছে রেকর্ড গতিতে। যেসব কাজের জন্য সাধারণত দুতিন মাস দরকার হয়, ভিলাইতে তা শেষ করা হয়েছে দু-সপ্তাহে

ভিলাইয়ের জন্য সাজসরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এগুলি তৈরি হয়েছে মস্কো, লেনিনগ্রাদ, উক্রাইন, উরাল ও ভোলগা অঞ্চলে অবস্থিত চারশ'রও বেশি শিল্পোদ্যোগে। ভিলাইয়ের নির্মাতাদের যাতে সময় ও শ্রম বাঁচে সেজন্য সে সব কারখানার শ্রমিকরা—তাঁদের মধ্যে অনেকেই তরুণ সবরকম চেষ্টা করেছেন। ভিলাইয়ের সংযোজন শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য তাঁরা কখনও কখনও যতটা দরকার তার চাইতেও বেশি কাজ করেছেন। দ্নেপ্রোপেত্রোভস্ক স্টীল সেকশনস কারখানায় ব্লাস্ট ফার্নেসের কাঠামো জোড়া হয়েছিল এবং পাঠাবার আগে ঠিকঠাক করে দেখে দেওয়া হয়েছিল। খারকোভ ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কারখানা ও জাপোরোঝিয়ে ট্রান্সফর্মার কারখানা বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপের সাজ সরঞ্জাম পাঠিয়েছিল পুরো তৈরি অবস্থায়। এরকম দৃষ্টান্ত বহু আছে।

ভিলাই যখন নির্মিত হচ্ছিল, তখন দুর্গাপুরে একটি ইস্পাত কারখানা তৈরি হচ্ছিল ব্রিটিশ সাহায্যে এবং রাউরকেলায় আরেকটি হচ্ছিল জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের সাহায্যে। ব্রিটেন ও জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র—উভয়েই চেষ্টা করেছিল নির্মাণের অধিকাংশ কাজই তাদের নিজের নিজের জাতীয়

সংস্থাগুলিকে দিয়ে করিয়ে নিতে। ভিলাইতে নির্মাণ ও সংযোজন কাজের একটা বিরাট অংশ করেছে ভারতীয় সংস্থাগুলি আর সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা শুধু যে ভালোভাবে তাঁদের কাজ করেছেন তাই নয়, তাঁদের অভিজ্ঞতা তাঁরা তুলে দিয়ে গেছেন ভারতীয় সহকর্মীদের হাতে।

এর পরে এল কারখানাটি সরকারীভাবে চালু হওয়ার সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ তারিখে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হলেন মাঠে; তার মধ্যে ছিলেন ভারতীয় ও সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা এবং তাঁদের পরিবারবর্গ ও নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা। সোভিয়েত ও ভারতীয় নির্মাতারা তাঁদের আনন্দ ও গর্ব গোপন করার কোনো চেষ্টা করেননি, কারণ এ হল তাঁদের সম্মিলিত কাজের ফল—প্রথম সোভিয়েত-ভারত প্রকল্প।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আলেকজান্দর সেরভ নামে এক তরুণ সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ ভিলাইতে কাজ করেছেন ফাউন্ড্রির সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। প্রথম স্ল্যাগ বেসিনটি ঢালাই করা হয়েছিল তাঁর সাহায্য নিয়ে। মৈত্রী উদ্যানে প্রথম যে কয়েকটি নারঙ্গী গাছ রোপণ করা হয়, তার একটি রোপণ করেছিলেন তিনি। সেরভ এখন উক্রাইনের জাপোরোঝিয়ে শহরের জাপোরোঝস্তাল কারখানার ফাউন্ড্রির সুপারিনটেন্ডেন্ট। আরো অনেকে যাঁরা ভিলাইয়ে কাজ করেছেন তাঁদের মতোই তিনি আনন্দের সংগে এই প্রকল্পের কথা স্মরণ করেন। তা তাঁদের কাজের ইতিহাসের, দুদেশের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার ইতিহাসের একটা অংশে পরিণত হয়েছে।

লিওনিদ ব্রেঝনেভের ভারত সফরকালে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত সহযোগিতা আরও বাড়ানো সম্পর্কে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী দুদেশের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভিলাই কারখানার সম্প্রসারণ ঘটানো

হবে। তার উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়ে করা হবে বছরে প্রায় ৭০ লক্ষ টন ইস্পাত; বোকারো কারখানার উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানো হবে ১ কোটি টন পর্যন্ত। সোভিয়েতের অংশগ্রহণে ভারতে অনেকগুলি প্রকল্প নির্মিত হয়েছে অথবা হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলি শুধু ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতিকেই সাহায্য করে না, দুটি জাতির মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতাকেও বাড়িয়ে তোলে।

"আমরা মানবতার অনুশাসনগুলির স্বার্থেই কাজ করছি···"

উপরের কথাগুলি বিশ্বগণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সদস্যদের সম্বন্ধে, জাতিতে জাতিতে শান্তি ও মৈত্রীর জন্য এবং সমস্ত মানুষের সুখের জন্য সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের যুব সমাজ সম্পর্কেও এই কথাগুলি খাটে।

ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কেই যুব সমাজ উদাসীন থাকতে পারেনি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের যুবসমাজ এ ব্যাপারে খুশী যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর বেশি করে সহজতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সারা ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের সপ্তদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহে

একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা সম্ভব হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকলাপের, সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস কর্তৃক রচিত শান্তি কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলম্বিত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাসমূহের এবং বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেঝনেভ-এর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ও ভারতে সফর করার দরুনই। সারা ভারত যুব ফেডারেশনের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনের এবং ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ১৯তম জাতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটা এমন একটি উপাদান যা সহজতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার ত্বরণ ঘটিয়েছে।

সোভিয়েত ও ভারতীয় যুব-সমাজ সমেত সারা পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভিয়েতনামী জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। ভিয়েতনামী জনগণের একজন বীর, নুগুয়েন ভ্যান ত্রয়-এর নামে হ্যানয়ে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অর্থ সাহায্য করার জন্য তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন হাজার হাজার রুবল ও হাজার হাজার টাকা। আর এখন, ভিয়েতনামের মানুষ যখন গড়ে তুলছেন একটি শান্তিময় জীবন তখন দুই দেশের যুব-সমাজ তাঁদের সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়ে চলেছেন।

মুক্তি ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সংগ্রামে বাংলাদেশের মানুষকে নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে সোভিয়েত ও ভারতের যুব-সমাজ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলী আগ্রাসনকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও

ভারতের যুব-সমাজ নিন্দা করছেন এবং ওই অঞ্চলে ন্যায়সংগত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন।

চিলিতে প্রতিক্রিয়াশীল 'ক্যু'র (সামরিক অভ্যুত্থান) সংবাদে তাঁরা বেদনা বোধ করেছেন এবং চিলির জনগণের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপনের জন্য শুরু করেছেন ব্যাপক প্রচারাভিযান।

বিশ্বের গণতান্ত্রিক যুব আন্দোলনে তাঁরা গঠন করেছেন এক ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট। সোভিয়েত যুব কমিউনিস্ট লীগের উদ্যোগে বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন "যুব-সমাজ সাম্রাজ্যবাদকে অভিযুক্ত করে" এই নামে যে প্রচারাভিযান পরিচালনা করেছিল তাতে তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম। ১৯৭৩ সালের গ্রীষ্মকালে বার্লিনে যে দশম বিশ্ব যুব-ছাত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে আর একবার দেখা গিয়েছে যে আজকের দিনের প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁরা একই মতামত পোষণ করেন।

বার্লিন উৎসবের জন্য দুটি দেশ যে প্রস্তুতিমূলক কাজ চালিয়েছিল সেটাই ছিল একটা বিরাট ঘটনা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের যুব-সমাজ তাঁদের নিজেদের সারা ইউনিয়ন উৎসব পরিচালনা করেন, এটা চলেছিল ১৯৭২ সালের জুন মাস থেকে ১৯৭৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত। বিভিন্ন কর্মীর বৃত্তিগত দক্ষতার ক্ষেত্রে, খেলাধুলার ক্ষেত্রে এবং তরুণ অভিনেতা, সংগীতজ্ঞ ও চিত্রকরদের মধ্যে তাঁরা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এর বিজয়ীরাই দশম বিশ্ব উৎসবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করে।

উৎসবের তহবিল গড়ে তোলার জন্য সোভিয়েত যুব-সমাজ উৎসবের লটারীর টিকিট বিক্রী করেন এবং কাজ করেন ছুটির দিনগুলিতে বিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট, কারখানা এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারসমূহে তারা উৎসবের প্রস্তুতি চালান ও যুব-আন্দোলনের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

ভারতের বহু শহর আর অঞ্চলেও অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আজকের যুব-সমাজের সামনে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা এবং গায়ক, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী ও ক্রীড়াবিদদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য উৎসবগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন শহর ও অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ। চূড়ান্ত জাতীয় উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়।

সোভিয়েত ও ভারতীয় যুব-সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরাই বার্লিনে দশম বিশ্ব উৎসবে নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন ইন্দোচীনের জাতিসমূহের সঙ্গে, আরব দেশগুলির সঙ্গে এবং উপনিবেশবাদ, জাতিবিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামীদের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপনের জন্য এবং আমাদের কালের অন্যান্য জরুরী সমস্যাগুলি আলোচনা করার জন্য।

এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্রে সোভিয়েত ও ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দও এশিয়া মহাদেশের দেশগুলির পক্ষে প্রচণ্ড গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

নিখিল ভারত যুব ফেডারেশন, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ও ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ সমেত সোভিয়েত ও ভারতীয় প্রতিনিধিরা এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সংগ্রামে যুবদের ভূমিকা সম্পর্কে কমিশনের কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সোভিয়েত প্রস্তাবকে সমর্থন করে একটি প্রস্তাবেও তাঁরা স্বাক্ষর দান করেন।

উৎসবে এশীয় দেশগুলি থেকে আগত তরুণ তরুণীরা অন্য যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন সেটি হচ্ছে এই মহাদেশের সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্ন, এশিয়ার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনার সেমিনারে প্রতিনিধিবৃন্দ এটা উল্লেখ করেন

যে, ঔপনিবেশিক অধীনতাপাশ থেকে যে সব এশীয় দেশ সদ্য মুক্তি লাভ করেছে তাদের সামনে প্রধান করণীয় কাজ হচ্ছে সামাজিক অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠা. তাঁরা বলেন, এই কর্তব্যকর্ম পরিপূরণের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের সাহায্য করছে আর এই সাহায্য সদ্যস্বাধীন দেশগুলির জাতীয় শিল্পের বিকাশ সাধনে অনুকূলতা করছে ও এইভাবে তা তাদের অর্থব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

সেমিনারের বক্তারা উল্লেখ করেন যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির তথাকথিত সাহায্য সমাজতান্ত্রিক সহায়তার মত নয়। সেগুলি হচ্ছে এশিয়ার দেশগুলির উপর চাপ দেওয়ার এবং জাতীয় একচেটিয়া গোষ্ঠী ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে জোরদার করার একটা উপায়মাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ

শুধু মতামত বিনিময়, বিতর্ক আর গুরুতর সমস্যাসমূহ আলোচনা করার একটি মঞ্চ ছিল না এই উৎসবটি গান, কবিতাপাঠ, ঐক্যতান বাদন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বার্লিনে সেই উৎসবের দিনগুলিতে সারা পৃথিবী থেকে যত যুবা-তরুণী এসে একত্রিত হয়েছিল তেমনটি কদাচিত ঘটে। ঐকতান বাদনের অনুষ্ঠানগুলিতে তরুণ সোভিয়েত ও ভারতীয় শিল্পীরা সবচেয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবে যারা পুরস্কার বিজয়ী হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল সোভিয়েত কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের মিলিত অনুষ্ঠান পেসনিয়ারি এবং ভারতীয় গায়ক আনু চৌধুরী, অনুপ ঘোষাল ও নরসিংহ মুরারি।

উৎসবটি হয়ে উঠেছিল এমন একটি স্থান যেখানে বিভিন্ন

দেশের যুব-সমাজের মধ্যেকার মৈত্রী ফুটে উঠেছিল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে। যে ঘটনাটির কথা আমাদের প্রতিনিধিদলের স্মৃতিতে জাগরূক রয়েছে সেটি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের যুব-সমাজের মধ্যেকার মৈত্রী বৈঠক।

সোভিয়েত যুব ক্লাবের প্রবেশপথে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল অভ্যর্থনা জানান তাঁদের ভারতীয় বন্ধুদের এবং তাঁদের পুস্তিকা ও ব্যাজ উপহার দেন। ক্লাবের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ব্যানার, তাতে এই স্লোগানগুলি লেখা: "ভারতের প্রগতিশীল যুবসমাজ ও ছাত্ররা দীর্ঘজীবী হোক!", "শান্তি, প্রগতি ও সকল দেশের সুখের জন্য সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের তরুণ সমাজ ঐক্যবদ্ধ!", "সোভিয়েত ও ভারতীয় জনগণের মধ্যেকার মৈত্রী আরো জোরদার হয়ে উঠুক!"

ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা পি. আর. দাসমুন্সী ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি ও একজন সংসদ সদস্য। বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে আমাদের দুটি দেশকে আবদ্ধ করেছে যে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগের চুক্তি তার বিরাট তাৎপর্যের কথা এবং আমাদের দুটি দেশের মধ্যেকার, বিশেষ করে আমাদের যুব-সমাজের মধ্যেকার ব্যাপক সহযোগিতার কথা তিনি বলেন। বিশ্বের প্রগতিশীল যুব আন্দোলনে সোভিয়েতে তরুণেরা যে অবদান রেখেছে তার উপরে তিনি জোর দেন।

প্রতিভাষণে উজবেকিস্তানের লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ই. জি. সুফরনাজভ বলেন যে ভারতের স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করার এবং শান্তির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের তরুণেরা একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। আমাদের দুটি দেশের তরুণ নাগরিকদের মধ্যেকার মৈত্রী যে ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠবে এই প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের কয়েক শ তরুণ তরুণী উঠে দাঁড়ান, একে অপরের বাহুলগ্ন হয়ে সমস্বরে বলে ওঠেন, "শান্তি, মৈত্রী!", "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!", "যুদ্ধ নিপাত যাক!"

পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রতিনিধি বলেন, "বার্লিনে যা দেখা গিয়েছে তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির ক্ষমতা। বিশ্ব যুব সমাজের ঐক্য ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের শেষ ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই এ জয়লাভ করতে পারা যাবে না। আর বার্লিন উৎসবটি হচ্ছে এই ঐক্য গড়ে তোলার সংগ্রামে এক বিরাট পথচিহ্ন। বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও তার সদস্য সংগঠনগুলিও, বিশেষ করে সোভিয়েত কমসোমল, এই উৎসবের জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারে।"

যে স্বপ্ন সত্য হয়েছে

সারা ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ বা কমসোমল এবং সোভিয়েত যুব সংগঠনগুলি ভারতীয় যুব কংগ্রেস এবং ভারতের অন্যান্য প্রগতিশীল যুব সংগঠনের সংগে নিয়মিত সংযোগ রাখে। ১৯৭২ সালে কেরালা থেকে যুব আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের একটি প্রতিনিধিদল সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেছিল। সোভিয়েত যুব সংগঠনসমূহ এবং ভারতের জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে যোগাযোগ সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে ইউনিয়নের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছাত্র পরিষদের প্রতিনিধিরা অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতে যে সব জাতীয় যুব ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাতে সাধারণত দুই দেশের প্রতিনিধিই উপস্থিত থাকেন। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে সারা ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের যে সপ্তদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তাতে সারা ভারত যুব ফেডারেশন, সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন

ও ভারতীয় যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আর সারা ভারত যুব ফেডারেশনের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন ও ছাত্র ফেডারেশনের ১৯তম জাতীয় সম্মেলনের কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ও সোভিয়েত যুব সংগঠনগুলির কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ।

সোভিয়েত যুব কমিউনিস্ট লীগের সদস্যবৃন্দ সারা ভারত যুব ও ছাত্র ফেডারেশনের সংগে সুপ্রাচীন মৈত্রী ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ। ফেডারেশন দুটির আমন্ত্রণে তাঁরা বহুবার ভারত সফর করেছেন এবং তাঁদের সদস্যবৃন্দকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এই ধরনের সফর উভয় পক্ষকেই পরস্পরের কাজ সম্পর্কে আরো বেশি জানতে সাহায্য করে, এবং সেগুলি পরস্পরকে নতুন নতুন চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ করে তোলে।

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফেডারেশনের স্থানীয় শাখার নেতা পনেরো জন ভারতীয় তরুণ-তরুণী রাশিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত রোস্তভ শহর ও রোস্তভ অঞ্চলের অন্যান্য অনেকগুলি শহর সফর করতে এলে বর্তমান লেখিকা তাঁদের সংগী হয়েছিলেন। সেই সফরের স্মৃতি যে এখনো আমার স্পষ্ট মনে জাগে তার প্রধান কারণ, অনেকগুলি চমৎকার মানুষের সংগে আমার পরিচয় ঘটেছিল সে সময়ে। এঁরা সহৃদয়, সাদাসিধে, মিলেমেশা আর হাসিখুশী, কখনোই কিছু একঘেয়ে লাগেনি এঁদের কাছে, বা ক্লান্ত হয়ে পড়লেও কোন অভিযোগ এঁরা করেন নি। আর ক্লান্ত হয়ে পড়ার কারণ ছিল: কখনো কখনো আমরা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়তাম খুব ভোরে, আর রাত এগারোটার আগে ফিরতাম না। সবটা দিন আমরা কাটাতাম দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখে, বৈঠক করে আর লোকজনের সংগে কথা বলে। কিন্তু এটাই চেয়েছিলেন আমার ভারতীয় বন্ধুরা। তাঁরা একটি ঘণ্টাও নষ্ট করতে চান নি

একটি দেশের যতটা বেশি সম্ভব দেখে নিতে ও তার সম্পর্কে জেনে নিতে আগ্রহী এমন বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে যখন কেউ থাকে, তখন সেও তার পরিচিত জায়গাগুলিকে যেন এই প্রথম নতুন করে দেখতে থাকে। যা তার অত্যন্ত চেনা, যাকে তার মধ্যে মধ্যে মনে হয়েছে একান্তই স্বাভাবিক বলে তাকেও সে উপভোগ করতে থাকে।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা রোস্তভ অঞ্চলকে চিনতেন সোভিয়েত লেখক মিখাইল শলোখভ্-এর উপন্যাসগুলি থেকে. এখন তাঁরা দেখতে পেলেন তাঁর উপন্যাস ধীরে বহে দন ও অহল্যা ভূমির ঘুম ভাঙানো-তে বর্ণিত সময়ের পর থেকে এ জায়গা কত বদলে গিয়েছে।

১৯২৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষির যৌথীকরণ শুরু হয়। এর কথা অহল্যা ভূমির ঘুম ভাঙানো উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এই সময়ে রোস্তভে খামারের যন্ত্রপাতি উৎপাদনের একটি কারখানা নির্মিত হয়। আজ সেটা 'হার্ভেস্টিং কম্বাইন' নির্মাণকারী একটি প্রধান সোভিয়েত শ্রমশিল্প উদ্যোগ। এর উৎপন্ন-সামগ্রী ভারত সমেত বিশ্বের বহু দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে।

ধীরে বহে দন উপন্যাসে যে সময়ের (অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক আগেকার) কথা বর্ণনা করা হয়েছে সে সময়ে দন অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই লিখতে পড়তে পারতেন না। সারা রিজিয়নে একটিমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, আজ রোস্তভ রিজিয়নের শুধু একটি শহর, নোভোচেরকাস্কতেই রয়েছে তিনটি ইনস্টিটিউট, ৩৪টি স্কুল, ১৩টি বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুল এবং নয়টি গবেষণা ইনস্টিটিউট। নোভোচেরকাস্ক-এর ১৮০০০০ অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশই স্কুল ও ইনস্টিটিউটের ছাত্র।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা মন্তব্য করেছিলেন, "আপনাদের দেশে শোষকও নেই, শোষিতও নেই। এখানে সবকিছুই মানুষের

অধিকারে। সমাজের বিকাশ সাধনে প্রত্যেকেই তার অবদান রাখে, আর প্রত্যেকেই ভোগ করে উন্নততর বিকাশপ্রাপ্ত অর্থব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সুবিধাসমূহ।"

নোভোচেরকাস্ক বৈদ্যুত রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানাটি তাঁরা পরিদর্শন করেছিলেন। কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকের সময় তাঁরা তরুণ কর্মীদের কাজের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, তাঁরা জেনেছিলেন, যাদের বয়স ১৮ বছরের কম তাঁদের কাজের সময় অন্যের চেয়ে কম, কিন্তু অন্যান্য যাঁরা ঐ কাজ করছেন তাঁদের সমান মজুরিই তাঁরা পেয়ে থাকেন ; কারখানার একজন দক্ষ কর্মী মাসে ২০০ রুবলেরও বেশি (প্রায় ১৭০০ টাকা) পেয়ে থাকেন কিন্তু বাড়ীভাড়া তাঁর উপার্জনের ৫ শতাংশের বেশি নয়। তদুপরি, তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে রেল ইঞ্জিন নির্মাতারাই দেশের সবচেয়ে উচ্চ মজুরির ভোগী কর্মী নন। শাখ্‌তি শহরের খনি কর্মীরা বলেছিলেন যে তাঁদের অনেকেই মাসে ৫০০ রুবল পর্যন্ত পেয়ে থাকেন।

রোস্তভ তামাক কারখানার অধিকাংশ কর্মীই হচ্ছেন মহিলা। ভারতীয় পরিদর্শকরা এখানে এসে জানতে পারেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে মেয়েরা চারমাস সবেতন প্রসূতি ছুটি পাওয়ার অধিকারী এবং যতদিন শিশু এক বছরের না হয় ততদিন চাকুরি না হারিয়ে বাড়িতে থাকতে পারেন।

রোস্তভ চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত ইনস্টিটিউটে আমাদের বন্ধুরা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নরত ছাত্রদের প্রশিক্ষণ ও সোভিয়েত স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে, তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য কি দরকার তা জানতে চান। তাঁদের বলা হয়েছিল যে, যে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্নাতক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে পারেন, অবশ্য তাঁকে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে পাশ

করতে হবে। প্রতিটি ছাত্রের শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র বিরাট অংকের টাকা খরচ করে থাকে কিন্তু ছাত্রকে নিজের শিক্ষা বাবদ কিছুই দিতে হয় না। বিপরীতপক্ষে সে রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভাতা পেয়ে থাকে। সব ধরনের চিকিৎসা করা হয় বিনামূল্যে। প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য অভিজ্ঞতা থেকেই এটা জানেন: হরদেব সিং অরশি তাঁর এ্যাপেনডিসাইটিস রোগে আক্রান্ত হন এবং যে হাসপাতাল তিনি পরিদর্শন করেছিলেন সেই হাসপাতালেই তাঁকে অপারেশন করা হয়।

কিন্তু আমাদের অতিথিরা অবশ্য সোভিয়েত জীবনের শুধুমাত্র বৈষয়িক দিকের প্রতিই আগ্রহী ছিলেন না। সোভিয়েত ইউনিয়নের তরুণ-তরুণীরা কিসে আগ্রহী এবং কি নিয়ে তাঁরা গভীরভাবে ভাবেন তাও তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে প্রতিনিধিদলের নেতা শফিউল আলম বলেছিলেন, "মস্কোতে আর রোস্তভে আমি বহু তরুণ-তরুণীর সংগে কথা বলেছি। তারা এতই অল্পবয়সী ছিল যে তারা অক্টোবর মহাবিপ্লবে, কৃষির যৌথকরণে ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি। এই ঘটনাগুলির কথা তারা শুধু বইতে পড়েছে, শুনেছে বয়স্ক লোকদের মুখ থেকে এবং দেখেছে যাদুঘরে প্রদর্শিত জিনিসগুলি থেকে। কিন্তু তারা এটা সুস্পষ্টরূপে বোঝে যে সোভিয়েত সরকার আজ যে কর্তব্যকর্মগুলির সম্মুখীন সেগুলি হচ্ছে সেই আদর্শের অনুবৃত্তি যে আদর্শগুলির জন্য তাদের পিতা ও পিতামহরা লড়াই করেছিলেন। আর যুব কমিউনিস্ট লীগের যারা সদস্য ও যারা সদস্য নয় তারা সকলেই এইভাবে এইসব কর্তব্য কর্ম পরিপূরণের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন। এটা আমরা কারখানায় দেখেছি, খনিতে দেখেছি, দেখেছি ইনস্টিটিউটগুলিতে। প্রকৃতপক্ষে যেখানেই আমরা গিয়েছি সেখানেই দেখতে পেয়েছি এটা।"

আলম বলেছেন, "এই মনোভাবে সোভিয়েত তরুণ-তরুণীকে

শিক্ষিত করে তোলার জন্য যুব কমিউনিস্ট লীগ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আমাদের সামনে আত্মিক বিশ্বস্ততা ও সততার, নিষ্ঠা-পরায়ণতা ও শৃংখলাবোধের এবং এক উচ্চ বিকাশপ্রাপ্ত সংস্কৃতির—নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য আমরা আপনাদের যুব সমাজের কাছে কৃতজ্ঞ"।

আলম, শর্মা, রাও এবং তাঁদের কমরেডরা একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন:

"এখানে, এই সোভিয়েত ইউনিয়নে আমাদের স্বপ্নকে আমরা সফল হতে দেখেছি। আমরা দেখেছি সেই জিনিসকে যার জন্য আমরা লড়াই করছি ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।"

ঘটনাবহুল সপ্তাহগুলি

আমাদের দুটি দেশের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যে মৈত্রী ও পারস্পরিক সহানুভূতির মনোভাব বিদ্যমান তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় সোভিয়েত ও ভারতীয় যুব সমাজের মধ্যেকার মৈত্রী সপ্তাহগুলিতে। বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত উভয় দেশের তরুণ-তরুণীরাই এই সপ্তাহগুলিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। যে দেশে সপ্তাহগুলি উদ্‌যাপিত হয় সে দেশের তরুণ তরুণীদের সংগে অতিথিরা মিলিত হন, নিজেদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন, আলাপ-আলোচনা করেন তাঁদের দেশের তরুণ তরুণীদের জীবন ও কাজকর্ম নিয়ে আর পরিচিত হন আমন্ত্রণকারী দেশের সংগে।

মৈত্রী সপ্তাহগুলি উদ্‌যাপন ঐতিহ্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সনের ডিসেম্বরে, সোভিয়েত কাজাখস্তানের রাজধানী আলমা আতায়। তৃতীয়টিও আবার

সোভিয়েত ইউনিয়নেই, উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে অনুষ্ঠিত হবে এই বছর শরৎকালে.

১৯৭৩ সনের নভেম্বর মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় মৈত্রী সপ্তাহটি। সোভিয়েত যুব সমাজের প্রতিনিধিরা সে সময় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান সফর করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের সদস্যদের কাছে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হরিদেব যোশী তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। তাঁরা কথাবার্তা বলেছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজিৎ যাদব এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এন. কে. কৃষ্ণণের সঙ্গে।

এটি ছিল লিওনিদ ব্রেজনেভের ভারত সফরের ঠিক আগে। নিখিল ভারত যুব ফেডারেশনের সহ সভাপতি দর্শন সিং গিল এটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সোভিয়েত যুবসমাজের এই প্রতিনিধিদের সফরটি হচ্ছে যেন সোভিয়েত-ভারত সম্পর্কের ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহত্তম ঘটনাটির ভূমিকাস্বরূপ।

দর্শন সিং গিল বলেন, "যে সব সোভিয়েত যুব প্রতিনিধিদল ভারত সফর করেছে তারা সব সময়েই সাধারণভাবে ভারতীয় জনসাধারণ, বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। কিন্তু যে প্রতিনিধিদলটি নভেম্বর মাসে সফর শেষ করল, তাদের যেভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে তা ছাড়িয়ে গিয়েছে পূর্বতন সব রেকর্ডকেই।"

নিখিল ভারত যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সি. কে. চন্দ্রাপ্পান বলেন, "আপনাদের যে আবেগপূর্ণ ও আন্তরিক সম্বর্ধনা জানানো হল তার কারণ এই নয় যে আপনারা এসেছেন সেই প্রতিবেশী দেশটি থেকে যে দেশ ভারতের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায়

বিপুল পরিমাণ সাহায্য দিয়েছে। তার কারণ আরো গভীর। আপনারা এসেছেন অক্টোবর মহাবিপ্লবের দেশ থেকে, লেনিনের দেশ থেকে যে দেশ নিপীড়িত মানুষের জন্য, শান্তির ও জাতীয় মুক্তির জন্য লড়াই-এ সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।"

সফরটিতে সারা সময় ধরে সোভিয়েত প্রতিনিধিরা ভারতের তরুণ-তরুণীদের জীবন এবং ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান ঘটাবার জন্য তাদের কর্মতৎপরতা ও তেজোময় তাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানতে পারেন।

সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সোভিয়েত তরুণ-তরুণী এবং তাদের অগ্রবর্তী দল কমিউনিস্ট লীগ সম্পর্কে তাঁদের ভারতীয় বন্ধুদের বলেন, বলেন কিভাবে তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

উদাহরণ হিসেবে, রুশ শহর কুর্স্ক-এর রাসায়নিক তন্তু কারখানার সাপ্তাহিক ও সাংস্কৃতিক সচিব, সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েত-এর একজন ডেপুটি ভ্যালেন্তিনা প্রোকোফিয়েভা বর্ণনা করেন যে কিভাবে তিনি তাঁর ভোটারদের সঙ্গে ডেপুটি হিসাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কাজ করেছেন। সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশনগুলিতে ও তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের লোকজনের সঙ্গে বৈঠকগুলিতে তিনি যোগ দেন কেন না লোকেরা প্রায়ই পরামর্শের জন্য কিংবা অনুরোধ বা প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের ডেপুটির কাছে আসেন। একজন ডেপুটিকে শহর উন্নয়নের পরিকল্পনা ও নতুন নতুন এন্টারপ্রাইজ পরিবহনের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ও নতুন নতুন এলাকায় পরিবহনের সব ব্যবস্থা করতে হয়; যাদের সাহায্য দরকার কখনো কখনো সে সব লোককে সাহায্য করতে হয় তাঁকেই। ভ্যালেন্তিনা কোন নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন, তার পর বিষয় সম্পর্কে কথাবার্তা বলেন নগর কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ

অধিকার সম্পন্ন সংগঠনসমূহের সঙ্গে। সে সম্পর্কে কি করা গিয়েছে পরে সে রিপোর্ট তিনি পেশ করেন তাঁর নির্বাচকদের কাছে।

মৈত্রী সপ্তাহে অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র, শিল্পী, সাংবাদিক, যুব কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয় কর্মী ও ক্রীড়াবিদগণ ১৯৭৩ সালে ভারতে গিয়েছিলেন। প্রখ্যাত সোভিয়েত ফুটবল খেলোয়াড় লেভ ইয়াশিন ও উইম্বলেডন ফাইনাল ও ভারতের ওপেন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী আলেকজান্দর মিত্রেভেলিকে ভারতীয় আমন্ত্রণকারীরা জিজ্ঞাসা করেন যে এই ধরনের সাফল্য অর্জন করতে তাঁদের কি করতে হয়েছে এবং যাঁরা শরীর চর্চায় আগ্রহী তাঁদের খেলাধুলার কি সুযোগ-সুবিধা সোভিয়েত ইউনিয়নে রয়েছে। সোভিয়েত ক্রীড়াবিদগণ কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং খেলাধুলা ছাড়া অন্য কোন কোন বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ রয়েছে, সে কথাও তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন। মিত্রেভেলি বলেন যে, তবিলিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষালয়ের স্নাতক পাঠক্রমের পড়াশুনার সঙ্গে তিনি প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলিতে যোগদান করার মিলন সাধন করেছিলেন। জর্জীয় যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়ায়, তিনি সামাজিক কাজকর্মেও সক্রিয়।

একদিন ইয়াশিন ও মিত্রেভেলি কলকাতায় ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া স্পোর্টস ক্লাবে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের সামনের স্কোয়ারে একটা ভিড় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁরা হর্ষমুখে, হাত নেড়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন সোভিয়েত ক্রীড়াবিদদের। এই তরুণ সোভিয়েত প্রতিনিধিরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই পেয়েছেন আবেগোষ্ণ অভ্যর্থনা। বোকারোতে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে সমবেত হয়েছিলেন পঁচিশ হাজারেরও বেশি লোক।

শিল্পোদ্যোগে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শহরবাসীদের সভায় সোভিয়েত যুব সমাজ অনিবার্যভাবেই অনুভব করেছিলেন সেই

আন্তরিক শ্রদ্ধাকে, যে শ্রদ্ধা ভারতীয়দের রয়েছে সোভিয়েত জনগণের জন্য, অনুভব করেছিলেন সোভিয়েত ভূমির জন্য তাদের আগ্রহকে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বয়স্ক ভারতীয় পরিষ্কার রুশভাষায় প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য ভালেরি ক্রাসনোভকে বলেন :

"মাফ করবেন, আমি আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি ?"

বিস্মিত ক্রাসনোভ প্রশ্ন করেন, "এত ভালভাবে রুশ ভাষা শিখলেন কি করে ? আপনি বোধহয় সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়াশুনা করেছেন ?"

একটু হেসে উত্তর দিলেন ভারতীয়টি, "না, আমি সোভিয়েত ইউনিয়নে কখনো যাই নি, যদিও আপনাদের দেশে যাওয়াই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। আমি রুশভাষা শিখেছি ভারতেই। আমি এমন জায়গায় থাকতাম যেখানে কাজ করতেন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা। আর এখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ ভাষা পড়াই।"

ভালেরি ও তাঁর কমরেডদের একথা শুনে খুবই আনন্দ হয় যে ক্রমেই অধিকসংখ্যক তরুণ অসমীয়া রুশভাষা শিখতে চাচ্ছেন। শিক্ষকটি তাঁদের বলেন যে আগে প্রতিটি রুশভাষা শেখার দলে যেখানে তিনজন থেকে চারজন ছাত্র ছিল, এখন সেখানে রয়েছে প্রায় পনেরো জন। আর, বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলি ছাত্র পড়তে পারে, ভর্তি হতে ইচ্ছুকদের আবেদনের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি।

সোভিয়েত প্রতিনিধিরা ভারতে বহু জায়গা পরিদর্শন করেন। গৌহাটিতে রেলকর্মীদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে ঝিগুলেভস্ক-এর যুব কমিউনিস্ট লীগ শহর কমিটির প্রথম সম্পাদক আলেকজান্দর দোলগানিন বলেন :

"আপনাদের ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত পর্বতরাজি আমাকে আমার স্বদেশের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। আমার বাড়ির কাছে ঝিগুলি পাহাড়, আর প্রবাহিত হচ্ছে সেই বিরাট নদী, ভোলগা

এই পাহাড় আর ব্রহ্মপুত্রের ঢেউগুলির দিকে যখন আমি তাকাই তখন মনে হয় যেন আমি স্বদেশেই রয়েছি।" এই কথাগুলি যখন অনুবাদ করা হয় তখন শুরু হয় তুমুল করতালি ধ্বনি। দোলগানিন বলতে থাকেন, "ভোলগা অঞ্চলের অধিবাসীদের অভিনন্দন আমি আপনাদের জানাচ্ছি। আর আমি দেশে বয়ে নিয়ে যাব আপনাদের অভিনন্দন, আপনাদের দেশের মানুষের হাসিকে..."

ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অম্বিকা সোনী মৈত্রী সপ্তাহে সোভিয়েত অংশগ্রহণকারীদের বলেন, "আমি যখন শান্তিকামী শক্তিগুলির বিশ্ব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলাম তখন ভারত সম্পর্কে সোভিয়েত যুব সমাজের বন্ধুসুলভ মনোভাব আমার নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমি আশা করি, আপনারা দেশে ফিরবেন সেই একই অনুভূতি নিয়ে, আপনাদের দেশের মানুষের জন্য যে অনুভূতি ভারতের রয়েছে।"

লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজ

অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত সহযোগিতা করছে। এই সহযোগিতার বিকাশ সাধনে ও দুই দেশের মধ্যেকার সংযোগ বন্ধনকে সংহত করায় দুই দেশের যুব-সমাজেরই অবদান বিপুল।

নতুন নতুন কারখানা, নতুন নতুন পেশা

সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণে ভারতে কয়েক ডজন শিল্প-উদ্যোগ নির্মিত হয়েছে বা নির্মিত হচ্ছে। বোকারোতে যে

বিরাটাকার ইস্পাত কারখানা নির্মিত হচ্ছে তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সাজসরঞ্জাম যোগান দিচ্ছে রাঁচীর ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, হরিদ্বারের বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম কারখানা এবং দুর্গাপুরের খনি যন্ত্রপাতি কারখানা। ভিলাই কারখানার সমস্ত সাজসরঞ্জামই কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমদানি করতে হয়েছিল, আর এখন নির্মীয়মাণ উদ্যোগগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের অধিকাংশই ভারত নিজেই উৎপাদন করতে সক্ষম।

অংকলেশ্বর, কাম্বে, লাকওয়া, রুদ্রসাগর ও অন্যান্য জায়গায় তেলের সঞ্চয় ভাণ্ডার আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন সোভিয়েত ভূবিজ্ঞানীরা। আগে, একথা ভাবা হত যে শিল্পগত মূল্যবিশিষ্ট কোন তেলের সঞ্চয় ভাণ্ডার ভারতের নাই।

মথুরাতে যে তেল শোধনাগার নির্মিত হবে তার উৎপাদন ক্ষমতা হবে বারাউনি ও কয়ালিতে চালু কারখানা দুটির মিলিত উৎপাদন-ক্ষমতার সমান।

১৯৫০-এর দশকের মধ্যভাগে সোভিয়েত ইউনিয়ন সুরতগড়ে একটি রাষ্ট্রীয় খামার নির্মাণ করে। এটি সে করে ভারতের জনগণকে প্রদত্ত উপহার হিসাবে। পরবর্তীকালে সোভিয়েত সহায়তায় ওই একই আদর্শে অন্যান্য অনেকগুলি রাষ্ট্রীয় খামার নির্মিত হয়েছে।

হৃষিকেশ-এ একটি এ্যান্টিবায়োটিক কারখানা এবং হায়দ্রাবাদে একটি সংশ্লেষিক ঔষধ কারখানা নির্মাণ করার ফলে বহু ধরনের ঔষধপত্রের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

সোভিয়েত-ভারত যৌথ শিল্প প্রকল্পের সংখ্যা ৭০টিরও বেশি। এগুলির মধ্যে ৫০টিরও বেশি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। ভারতের মোট ইস্পাত উৎপাদনের ত্রিশ শতাংশেরও বেশি, ধাতুবিদ্যাগত সাজ-সরঞ্জামের ৮০ শতাংশ, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামের ৬০ শতাংশ, তেল উৎপাদনের ৫০ শতাংশের বেশি এবং বিদ্যুৎশক্তির ২০ শতাংশ এগুলি থেকে উৎপন্ন হয়।

এই সব প্রকল্পের এবং চালু উদ্যোগগুলির অধিকাংশ কর্মীই হচ্ছেন তরুণ ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার, প্রযুক্তিবিদ ও শ্রমিক। আর যে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সাহায্য করছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকেই তরুণ।

ইয়ুথ রিভিয়ু পত্রিকায় নিখিল ভারত যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সি. কে. চন্দ্রপ্পান এম. পি. লিখেছিলেন যে সোভিয়েত তরুণ তরুণীরা "...বিদেশে অজানা জায়গায় তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন তাঁদের নিজেদের একটা স্বাধীন অর্থব্যবস্থা গড়ার ব্যাপারে সে সব দেশকে সাহায্য করার জন্য। এটা একটা সুপরিজ্ঞাত ঘটনা যে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এমন ব্যাপকভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে, বিশেষ করে তার যুব সমাজকে তার নিজের বৈষয়িক বেশ কিছু সুখ-সুবিধাকে ত্যাগ করতে হয়েছে। সোভিয়েত যুব সমাজ যে স্বেচ্ছায় এ ধরনের আত্মত্যাগ করছেন এটাই দেখিয়ে দেয় যে সোভিয়েত জনগণের এই প্রজন্মকে কমসোমল লেনিনবাদী আন্তর্জাতিকতার ভাবধারায় লালিত করে তুলেছে।"

এক উক্রাইনীয় যুবক ইউরি দুদচেংকো বলেন, "বোকারো কারখানা নির্মাণের সময় আমি তিন বছর ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি। এই বছরগুলিতে আমি আজকের ভারত সম্পর্কে, আমার বয়সী তরুণ ভারতীয়দের আদর্শ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। ভারতীয় যুব সমাজের যা একান্ত বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ তাদের সেই দায়িত্ববোধ আমাকে বিস্মিত করেছে।"

দুদচেংকো যখন বোকারোতে কাজ করতেন তারপর থেকে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কারখানাটি তার প্রথম দফার ইস্পাত তৈরি করে। এই বছরেই রোল্ড

স্টকের উৎপাদন শুরু হবে এবং কারখানাটির প্রথম অংশের কাজ সমাপ্ত হবে।

পনেরো বছরের মধ্যে বোকারো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ ইস্পাত কারখানা হবে। সর্বাধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগানো হয়েছে বোকারোতে. কারখানার অধিকাংশ নির্মাতা ও ধাতুবিদ্যাবিদ ভারতীয় কলেজ ও কারিগরী বিদ্যালয়গুলিতে সোভিয়েত শিক্ষকদের অধীনে পড়াশুনা করেছেন এবং কর্মক্ষেত্রে সোভিয়েত ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা প্রশিক্ষণলাভ করেছেন।

বোকারোর কয়েকজন ভারতীয় কর্মী সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ভিলাই-তে কাজ করেছিলেন এবং এখনো "ভিলাই-এর শিক্ষালয়ের" কথা স্মরণ করে থাকেন। অন্যরা বোকারোতেই প্রথম সোভিয়েত-এর মানুষদের সাক্ষাৎলাভ করলেন। রাঁচীর প্রযুক্তি-বিদ্যাগত ইনস্টিটিউটের স্নাতক ব্লাস্ট ফার্নেস কারখানার ইঞ্জিনীয়ার পারিরা যে বিদেশীদের প্রথম দেখেন তাঁরা হলেন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞবৃন্দ। সম্ভবত সে কারণেই তিনি তাঁদের প্রথম প্রথম এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই তিনি ও একজন সোভিয়েত ইঞ্জিনীয়ার ভিশনেভ্স্কি হয়ে পড়লেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু।

পারিরা বলেন, "পরে অন্যান্য অনেক রুশ-এর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁরা সকলেই বন্ধুভাবাপন্ন এবং তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাগ তাঁরা আমাদের দিতেন। তাঁদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি।"

কারখানার অনেক ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগসমূহে শিল্পগত প্রশিক্ষণলাভ করেছেন গত শীতে জাপোরোঝস্তাল কারখানায় বোকারোর ছয়জন রোলিং মিল চালকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁদের শিল্পগত প্রশিক্ষণের তৃতীয় দিনে তাঁদের আমি প্রথম দেখতে পাই স্ল্যাবিং মিলে। শিবব্রত

পাল ও দ্বারিকা প্রসন্ন দে-র উপর সেই রোলিং মিল চালানোর ভার দেওয়া হয়েছিল যে মিলটি প্রতি মিনিটে এগারো টন ধাতু উৎপাদন করে।

বিরতির সময়ে পাল আমাকে বলেন, "এখানে প্রত্যেকেই আমাদের খুব সাহায্য করছেন।"

বোকারোর বর্তমান জেনারেল ম্যানেজার শ্রীখান্নাও জাপোরোজ-ঝস্তাল-এ তাঁর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণলাভ করেছেন। একই প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন ভিলাই এর ব্লাস্ট ফার্নেস কারখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট, শ্রীসুব্রামনি; রাউরকেলা, দুর্গাপুর ও ভিলাই কারখানার চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীশেখর, শ্রীসংগমেশ্বর ও শ্রীসমরাপুঙ্গাওয়ান।

কেরালার মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন বলেছেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষিত শত শত তরুণ প্রযুক্তিবিদ ও ইঞ্জিনীয়ার এবং অগণিত ভারত-সোভিয়েত প্রকল্প চালু করার সময়ে কর্মস্থানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরো বেশি সংখ্যক তরুণ প্রযুক্তিবিদ ও ইঞ্জিনীয়ার-গণই আজ দেশের প্রধান শিল্প কারখানাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে আছেন। অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এই সব তরুণেরাই আমাদের সারা দেশের মূল্যবান সম্পদ।"

"সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি", "ভারতে তৈরি"

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক শরিক, অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারত এক প্রধান স্থানের অধিকারী।

যেসব কারখানা ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন স্টেশন নির্মিত হচ্ছে তার যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এবং জাহাজ, তেলজাত দ্রব্য, সার ও অন্যান্য বহু সামগ্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতে যোগান দিচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে বাণিজ্যে ভারতকে তার

বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার থেকে ব্যয় করতে হয় না, সব দেনা-পাওনাই মেটানো হয় ভারতীয় মুদ্রায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারত যা রপ্তানি করে, তা হচ্ছে করমুক্ত।

শিল্পউদ্যোগসমূহ নির্মাণের জন্য প্রদত্ত সোভিয়েত ঋণ ভারত পরিশোধ করে তার নিজস্ব সামগ্রী চালান দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু যে চিরাচরিত ভারতীয় রপ্তানি পণ্য (যথা কাপড় চোপড়, চা, পাট ও কফি) ক্রয় নিয়ত বৃদ্ধি করে চলেছে তাই নয় শিল্পজাত সামগ্রী ক্রয়ও বাড়িয়ে চলেছে। ভারত এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সব দ্রব্য রপ্তানি করে শিল্পজাত দ্রব্যই প্রায় তার অর্ধেক। এর মধ্যে রয়েছে এক্সকাভেটর, যাত্রীবাহী গাড়ি, বৈদ্যুতিক মোটর, এ্যাকুমুলেটর, টায়ার, বৈদ্যুতিক তার, রাসায়নিক দ্রব্য ও পাদুকা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান তা যে দুই দেশের পক্ষেই সুবিধাজনক সেটা বাণিজ্যিক লেন দেনের অবিচল বৃদ্ধি থেকেই প্রমাণিত হয়। ১৯৫৩ সালে আমাদের দুই দেশের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়; তারপর থেকে তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০০ গুণ। ১৯৭৩ সালে তার মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৪০ কোটি টাকা, ১৯৭৪ সালে এটা গিয়ে দাঁড়াবে ৬৭০ কোটি টাকায়। ১৯৮০ সাল নাগাদ ১৯৭৪ সালের অঙ্ক প্রায় দ্বিগুণিত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারতে যে সব জিনিসপত্র আসে এবং ভারত থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সব জিনিস যায় তার অনেকগুলিই তরুণ-তরুণীদের দ্বারা তৈরি।

ভারতের জন্য জিনিসপত্র তৈরি করায় যে সব তরুণ-তরুণী নিযুক্ত তাদের দুজনের সংগে আমি আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। তারা হচ্ছে আনিতা কেলিনিয়া এবং ব্রিজিতা রেসেন্ডে। আনিতার বয়স ২৮ বছর আর ব্রিজিতা ২৭। তারা দুজনে বন্ধু।

লাতভিয়ার বাল্টিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী রিগা-তে তাদের বাস এবং তারা কাজ করে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায়।

কারখানাটিতে শহরতলীর ট্রেনের বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, মটোরবাইক গাড়ি, এবং বৈদ্যুতিক লোডার ও স্টেশন ট্রেন এর চৌম্বক স্টার্টার উৎপন্ন হয়। অনিতা ও ব্রিজিতার কাজ হচ্ছে স্টার্টারগুলি সংযোজন করা। এই দুটি তরুণী কর্তৃক সংযোজন করা স্টার্টারগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু কারখানায় এবং বিদেশের ৬১টি দেশে দেখতে পাওয়া যাবে। ভারতে ভিলাই ও বোকারো-র বহু মেশিনের সঙ্গে এগুলি সংযুক্ত রয়েছে।

ব্রিজিত বলেন, "সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতায় আমাদের কাজেরও ক্ষুদ্র অংশ আছে বলে আমরা আনন্দিত।"

অনিতা ও ব্রিজিতার প্রিয় লেখকদের অন্যতম হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রিজিতার পছন্দ তাঁর কবিতাগুলি, আর অনিতা ভালবাসে তাঁর ছোট গল্প ও উপন্যাস নৌকাডুবি। তারা গর্বভরে আমাদের বলল যে, প্রখ্যাত ভারতীয় লেখক সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ও লাতভীয় ভাষায় তাঁর রচনাবলীর প্রধান অনুবাদক একাডেমিশিয়ান কার্লিস এগলে তাদের শহর রিগা তে বাস করেন এবং লাতভীয় মহিলা কবি মিরদ্জা কেম্পে তাঁর ভারত সম্পর্কে কবিতাবলীর জন্য নেহরু পুরস্কার লাভ করেছেন।

প্রতি বছর সোভিয়েত-ভারত বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি প্রধান সোভিয়েত শহরেই এমন সব উদ্যোগ রয়েছে যেগুলিতে উৎপন্ন হচ্ছে ভারতের জন্য জিনিসপত্র

ভারতে তৈরি জিনিসপত্রও ক্রমেই বেশি বেশি করে সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সোভিয়েত হাসপাতালগুলিতে আমরা দেখতে পাই ভারতে তৈরি শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি; মস্কোর রাস্তায় আমাদের চোখে পড়ে বৈদ্যুতিক তারের ড্রাম, তার উপরে "ভারতে তৈরি"—এই লেবেল আঁটা। আর দোকানগুলিতে আমরা

কিনতে পাই ভারত থেকে আমদানি করা কাপড়-চোপড়, জুতো ও রত্নখচিত অলঙ্কার।

আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত উচ্চশিক্ষা ও বিশেষীকৃত মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোম্বাই-এর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি, দিল্লীর ইনস্টিটিউট অব রাশিয়ান স্টাডিজ (এখন নতুন নাম দেওয়া হয়েছে সেন্টার অব রাশিয়ান স্টাডিজ), অনেকগুলি কারিগরি বিদ্যালয় নির্মাণ এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আর খড়গপুরের ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিতে ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েত ইউনিয়ন অংশ নিয়েছে।

ভারতের ভাষা, ইতিহাস এবং অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নরত সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু তরুণ-তরুণী ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক শহরেই ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী আছেন, তাঁরা সেখানে কাজের মধ্যে দিয়ে সম্পূরণমূলক শিক্ষা লাভ করছেন। সোভিয়েত সরকার তাঁদের ভাতা দিয়ে থাকেন এবং তাঁদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। ভারতীয় শিক্ষার্থীরা তাঁদের সোভিয়েত সতীর্থদের মতই গ্রন্থাগার, পাঠাগার, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, খেলাধুলার মাঠ ব্যবহারের অধিকার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিনা ব্যয়ে ভোগ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্য সকলের মতই নিখরচায় সব রকমের চিকিৎসার সুবিধা পাওয়ার অধিকার তাঁদেরও আছে।

বেশিরভাগ ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীই, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণ-প্রার্থীরা, মস্কোর মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বর্তমানে এরকম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৬০ জন। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কঙ্গোর বিশিষ্ট যোদ্ধা প্যাট্রিস লুমুম্বার নামানুসারে নামকরণ করা এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জন্য বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালে স্থাপিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত ৮৮টি দেশের তরুণ-তরুণীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন।

ভারতীয় শিক্ষার্থীদের পাঠসূচী সোভিয়েত শিক্ষার্থীদের মতই। বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত রুশ ভাষার বিশেষ শিক্ষাক্রমেও অনেকেই যোগ দেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে অধ্যয়নরত ভারতীয় শিক্ষার্থীরা তাঁদের সোভিয়েত কমরেডদের মত একই ধরনের ছাত্র-জীবন যাপন করেন। তাঁরা একসংগেই পড়াশুনা করেন এবং পরীক্ষা দেন; তাঁরা একই ছাত্রাবাসে থাকেন আর একসংগেই তাঁদের অবসর সময় কাটান। ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক সমিতিগুলির কাজকর্মে ভারতের ছাত্র-ছাত্রীরাও সোৎসাহে অংশ নেন, আর গ্রীষ্মাবকাশে তাঁদের সোভিয়েত সহপাঠীদের সংগে একত্রে ছাত্র নির্মাণ বাহিনীর সদস্য হিসাবে তাঁরা কাজ করেন।

কেবল বিশ্রাম নিয়ে সময় কাটানোর বদলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু ভারতীয় ছাত্রছাত্রীই তাঁদের গ্রীষ্মাবকাশে নির্মাণ বাহিনীগুলিতে যোগ দিতে পছন্দ করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন যে সারা বছর ধরে গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগারে অধ্যয়নের পর মুক্ত বায়ুতে কায়িক শ্রমের কাজ করলে পরিবেশ বদল হলে তাতে বেশ ভাল অবসরবিনোদনই হয়। জনগণের কাজে লাগে এমন কিছু করতে পারা এবং নির্মাণকর্মের বৃত্তিতে পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রেল লাইন, বিদ্যালয় ও

শস্যাগার নির্মাণের কাজে অংশ নেন। ছাত্রদের তাদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। ভাতা হিসেবে তাদের মাসে মাসে বেশ পর্যাপ্ত অর্থই দেওয়া হয় (১০০ রুবল বা প্রায় ৮৩০ টাকা পর্যন্ত); সেটা ছাড়াও এই অর্থ তাদের অতিরিক্ত আয়।

সাইবেরিয়া, কাজাখস্তান, সোভিয়েতের উত্তরাঞ্চল এবং সোভিয়েত দূর প্রাচ্যের মত নতুন নতুন জায়গাগুলি দেখার সুযোগও তাদের কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার। নির্মাণকর্মীদের বাহিনীর সদস্যদের গাড়ীভাড়া লাগে না। বন্ধুত্বের পরিবেশে একটি ছাত্রদলের সদস্য হিসাবে দুই মাস কাটিয়ে অসাধারণ চিত্তটি তাঁদের অনেকেরই পছন্দসই। দিনের বেলায় থাকে কাজ, আর সন্ধ্যায় চলে—গানবাজনা আর হাসিঠাট্টা এবং ছাত্রজীবনের নানা দিক নিয়ে সংগে সংগে তৈরি কত মজার ঘটনা দেখানো, কুণ্ডের চারপাশে ঘিরে বসে প্রাণের কথা বলা...

মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমের ছাত্র আরটি মোগানাভেলু পালানিথাভেলু বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই তাঁকে শুধু ভেলু বলেই ডাকে—যোগ দিয়েছিলেন যে নির্মাণকর্মীদের বাহিনীতে সেটি দুমাস উত্তর কাজাখস্তানে কাজ করেছিল। স্নাতক হওয়ার আগে তিনি ছুটি কাটিয়েছেন মোলদাভিয়ায় ও কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরবিনোদন শিবিরে এবং ভ্রমণ করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা জায়গা (বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিতভাবে এই ধরনের সফর আয়োজন করে থাকে)। ১৯৭২ সালের গ্রীষ্মে ভেলু যখন তাঁর ডিপ্লোমা পেলেন, তাঁর দুইজন সোভিয়েত বন্ধু তাঁদের সঙ্গে নির্মাণকর্মী বাহিনীতে যোগ দিয়ে কাজাখস্তানে যেতে তাঁকে রাজী করালেন।

সোভিয়েত বন্ধুরা তাঁকে বললেন, "গিয়ে দেখই না, দেখবে, ব্যাপারটা মনে ধরার মত, আর বলতে পার, বিরাট এক ব্যাপার।"

নির্মাণকর্মী বাহিনীর সবচেয়ে উঁচু পদে তরুণ-তরুণীতে

বিশ্ববিদ্যালয় বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। গতবার তাদের গ্রীষ্মাবকাশ বেশ ভালই কেটেছে, আর তাই তাঁরা এবারের জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন।

ভেলদ ভাবলেন, "ঠিকই ব্যাপারটা কি তা নিজের চোখেই দেখতে হবে।"

ভেলদ বাড়ী তৈরির কাজ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, আর সেবারের গ্রীষ্মে তাঁর কাজ প্রধানত ছিল কংক্রিট মেশিনে। সংগে সংগে তিনি বাড়ী তৈরির নানা বৃত্তির কাজও শিখে ফেললেন। সেবারের গ্রীষ্মে তাঁদের বাহিনী স্থানীয় রাষ্ট্রীয় খামারের শ্রমিকদের জন্য দুটি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট চারটি বাড়ী তৈরি করলেন।

পরের গ্রীষ্মেও ভেলদ আবার কাজাখস্তানেই গেলেন, এবারে গেলেন দলনেতা হয়ে। ভেলদের দলের নয়জন একমাসের মধ্যে একটি গোশালার একটা অংশ তৈরি করলেন আর তারপর একটা স্কুলবাড়ী ও কর্মশালা নির্মাণের কাজে অংশ নিলেন।

স্থানীয় লোকজন তাঁদের প্রতি কতটা বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন সেকথা ভেলদ মনে রেখেছেন। তাঁরা প্রায়ই ছাত্রদের শিবিরে আসতেন, তরুণদের জিজ্ঞাসা করতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, মস্কোর কথা এবং যেসব দেশ থেকে তাঁরা এসেছেন সে দেশের কথা, আর নিজেদের বাড়ীতে তাঁদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন। ছাত্ররা যখন তাঁদের নিজেদের কনসার্ট-এর আয়োজন করতেন, কিংবা গ্রামের ক্লাবঘরে যখন তাঁরা নিজেদের দেশ সম্পর্কে আলোচনামূলক ভাষণ দিতেন, সেগুলিতে বিপুল শ্রোতা সমাগম হত।

মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনীগুলি কেবল যে কাজাখস্তানেই কাজ করছে তা নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সাইবেরিয়ায় বড় বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র—ব্রাৎস্ক এবং উস্ত-ঈলিম কেন্দ্র নির্মাণে, আর আবকান থেকে তাইশেত পর্যন্ত এবং উস্ত-ঈলিম থেকে খেরেবতোভায়া

পর্যন্ত প্রসারিত মূল একটি রেলপথ তৈরির কাজেও তাঁরা অংশ নিয়েছেন।

ভেলদের কাছে কাজাখস্তান প্রিয় হয়ে ওঠে, যে এলাকায় তিনি কাজ করতেন সে জায়গা তাঁর প্রিয় হয়ে ওঠে। আগে সেসব এলাকাকে বলা হত অহল্যাভূমি, যদিও সেসব জায়গায় এখন বসতি গড়ে উঠেছে এবং এখন তা সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান শস্য উৎপাদনকারী অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে এসব অঞ্চলে উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়েছিল, সেটা স্মরণ করে এখনও সর্বত্রই "অহল্যাভূমি" নামটা থেকে গিয়েছে। ১৯৭৩ সালের বসন্তে অহল্যাভূমি উন্নয়ন শুরু করে দেওয়ার ২০তম বার্ষিকী পালন করা হল। ভেলদের বাহিনীর তরুণ-তরুণীদের মত যারা অহল্যাভূমিতে বসতবাড়ী, স্কুল ও কৃষিসংক্রান্ত ইনস্টলেশন নির্মাণ করেছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সেইসব নির্মাণকর্মী বাহিনীর সদস্যসমেত অহল্যাভূমির সমস্ত পথিকৃৎদের উদ্দেশে অভিনন্দন জানানো হয়।

১৯৭৩ সালে সোভিয়েত সরকার মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে তিনজন ছাত্রকে "অহল্যাভূমি উন্নয়নের জন্য" পদক প্রদান করেছেন, ভেলদ তাঁদেরই একজন। অহল্যাভূমি উন্নয়নের কাজে অংশ নিয়ে যাঁরা বিশেষত্ব দেখিয়েছেন শুধু তাঁদেরই নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের নির্মাণকর্মী বাহিনীর শ্রেষ্ঠ কর্মীদেরও এই পদক দেওয়া হয়েছে।

আমরা ভেলদের সংগে যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন তিনি আবার অহল্যাভূমিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। তিনি সানন্দে আমাদের জানালেন যে তাঁর দলের এক বড় অংশকে নিয়ে এবং তাঁর বন্ধু বাহিনীর অধিনায়ক আলেকজান্দের গ্রেমেন্ড-এর সংগে তিনি যাচ্ছেন; গ্রেমেন্ড হলেন স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের একজন ছাত্র এবং ছাত্রাবাসে ভেলদ তাঁর সংগে একই ঘরে থাকেন। এবারে বাহিনীতে ভারতীয় ছাত্রসহ নতুন সদস্যরাও থাকছেন।

নির্মাণকর্মী বাহিনীতে থেকে দুই মাস কাজ করাটা ভেলুর কাছে তাঁর ছুটি কাটানোর একটা চিত্তাকর্ষক উপায়ঃ এই কাজের মানে হল প্লাজমা পরীক্ষাগার থেকে অবসর লাভ। প্লাজমাকে স্থৈতিক চৌম্বক এবং উচ্চ-স্পন্দনাংক বিশিষ্ট তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে ধরার সমস্যা নিয়ে ভেলু গবেষণা করছে। লক্ষ লক্ষ ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত প্লাজমা পাওয়ার এবং তা এক চৌম্বক ক্ষেত্রে দীর্ঘসময় ধরে রাখতে পারার অর্থ হল তাপ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সমস্যা সমাধান করতে পারা, মানবসমাজকে প্রকৃতপক্ষে অফুরন্ত শক্তির উৎসের সন্ধান দিতে পারা। বহু দেশের পদার্থ বিজ্ঞানীরাই প্রায় দুই দশক ধরে এই সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। এই সমস্যারই কয়েকটি দিক নিয়ে ভেলু ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমের দুজন সোভিয়েত ছাত্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে কাজ করছেন। এই বিষয়েই ছাত্র বিজ্ঞান সমিতিতে ভারতীয় ছাত্র ধীরাজ বোর ও গবেষণা করছেন। তিনি শীঘ্রই স্নাতক হবেন এবং এই বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা তাঁর আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান অকাদেমির সহযোগীদের সঙ্গে মিলে মহাকাশ গবেষণার ভারতীয় সংগঠনের কর্মীরা সোভিয়েত বাহক রকেটের সাহায্যে একটি ভারতীয় স্পুৎনিক উৎক্ষেপণের বিষয়ে কাজ করছেন। মহাকাশ গবেষণা কর্মসূচীতে যেসব ভারতীয় নিযুক্ত আছেন তাঁদের সকলের বয়স ভেলুর মতই ২৫ বা ২৬ বছর। অন্যান্য তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অর্থশাস্ত্র, ইলেকট্রনিকস, বৈদ্যুতিক ইন্‌জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে সোভিয়েত গবেষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

"রামায়ণে"র সোভিয়েত দর্শকবৃন্দ এবং কেরলের রুশ ত্রৈইকা

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের তরুণ-তরুণীদের প্রত্যেকেরই অপরের দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার বহু সুযোগ আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতীয় শিল্পকলার এবং ভারতে সোভিয়েত শিল্পকলার প্রদর্শনী, অতিথি শিল্পীদের অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীগুলি সবসময়েই বিপুলভাবে সফল হয়।

পুশকিন, তলস্তয়, চেখভ, দস্তোইয়েভস্কি, মায়াকোভস্কি, গর্কি এবং শলোখভ-এর মত লেখক ও কবিদের নাম ভারতের মানুষের কাছে পরিচিত। ভারতীয় লেখকদের লেখা বই সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের ৩৪টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, ভাল্লাথোল, আব্বাস, প্রেমচাঁদ, যশপাল কৃষাণ চন্দর এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ভারতীয় লেখকের রচনা সোভিয়েত গ্রন্থাগারসমূহে এবং শ্রমিক, ছাত্র ও যৌথ খামারীদের বাড়ীর বই-এর তাক-এ পাওয়া যাবে।

ভারতীয় লেখকরা সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে কবিতা, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেছেন, আর সোভিয়েত লেখকরা লিখেছেন ভারত সম্পর্কে। বহু সোভিয়েত পণ্ডিত ভারতের সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, অর্থব্যবস্থা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন। আর ভারতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিই সোভিয়েত-চর্চায় ব্যাপৃত।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের বন্ধুরা সোভিয়েত-ভারত সংস্কৃতি সম্পর্ক সমিতিতে ঐক্যবদ্ধ। ভারতে অনুরূপ সংস্থাটি হল ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি। বহু তরুণ-তরুণীসহ

দুই সমিতির প্রতিনিধিরা নিয়মিতভাবে সফর বিনিময় করে থাকেন সমিতি দুটি আলোচনা, সেমিনার ও তর্কবিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলিতে তরুণ-তরুণীরা, বিশেষকরে সোভিয়েত ইউনিয়নে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা এবং ভারতে অধ্যয়নরত সোভিয়েত ছাত্র-ছাত্রীরা সক্রিয় অংশ নিয়ে থাকেন।

সমিতি দুটি উভয় দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলি উদযাপন করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ১৯৭২ সালে ভারতীয়রা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করেছেন, এবং সোভিয়েত জনগণ উদযাপন করেছেন ভারতের স্বাধীনতার ২৫তম বার্ষিকী।

ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সক্রিয় কর্মীরা স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে সোভিয়েত সাহিত্য ও শিল্পকলা নিয়ে সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও ভারত সম্পর্কে অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সাধারণত নেহরুর জন্মদিন ও ভারতের শিশু দিবসে বসন্তের হোলি উৎসবে এবং ভারতীয় জনগণের অন্যান্য চিরচরিত উৎসবের দিনে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

ভারতের বহু শহরে এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির শাখা আছে। সোভিয়েত-ভারত সমিতির সদস্যপদের ব্যবস্থা ভারত-সোভিয়েত সমিতির মত নয়, তার সদস্যপদ যৌথ। সমিতির যৌথ সদস্যের মধ্যে রয়েছে কারখানার শপগুলি এবং এক একটা গোটা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভাগগুলি, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি, সাধারণ বিদ্যালয় ও বৃত্তিশিক্ষার বিদ্যালয়গুলি, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান অ্যাকাদেমির প্রধান উদ্ভিদ উদ্যানগুলি এবং বহু থিয়েটার সংস্থা।

এরই একটি থিয়েটার সংস্থা—মস্কোর কেন্দ্রীয় শিশু থিয়েটার—ভারতের প্রাচীন মহাকাব্যকে ভিত্তি করে রামায়ণ দৃশ্যকাব্য রচনা করেছে এবং পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে গত তের বছর ধরে সেটি মঞ্চস্থ করে চলেছে। এর প্রতিটি অনুষ্ঠানই হয়ে ওঠে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রীর একটা ছোটখাটো উৎসব।

মস্কোতে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বদাই রামায়ণ দেখতে যান। বিরতির সময় তাঁরা অভিনেতাদের সংগে সাক্ষাৎ করেন। দৃশ্যকাব্যটির রচয়িতা বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ এবং নেহরু পুরস্কার বিজেতা নাতালিয়া গুসেভা প্রায়ই এই ধরনের সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত থাকেন। দৃশ্যকাব্যটি যাঁরা মঞ্চস্থ করেন তাঁরা অনুষ্ঠান নিয়ে তাঁদের চর্চার কথা বলেন, আর দর্শকরা জানান অনুষ্ঠানটি তাঁদের মনে কিভাবে রেখাপাত করেছে তার কথা।

একটি অনুষ্ঠানে কালিনিন শহরের কাছাকাছি গ্রামের একটি বিদ্যালয়ের (মস্কো থেকে প্রায় দুইশত কিলোমিটার দূরে) উপরের ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের শিক্ষকদের সংগে মস্কো এসেছিলেন বিশেষকরে রামায়ণ দেখার জন্যই। অনুষ্ঠানটি কতটা "ভারতীয়" হয়েছিল সেটি বিচার করা অবশ্য তাঁদের পক্ষে কঠিন ছিল। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মত তাঁরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিমত জানতে চেয়েছিলেন।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিলা রালহান বললেন, "অনুষ্ঠানটি যে রুশ ভাষায় হচ্ছে, আর আমি যে কোন ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহে বসে নেই, এটি দেখতে দেখতে সময় সময় সে কথাও ভুলে যেতে হয়।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক জগদীশ দিমরি তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিলেন, "মাত্র দেড় ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে রামায়ণের সমস্ত সেরা অংশকে দেখানো কিভাবে সম্ভব হলো সেটা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।"

যে ছাত্র-ছাত্রীরা অনুষ্ঠানটি দেখতে এসেছিলেন, তাদের কাছেও এটি খুবই ভাল লাগে। ভারত সম্পর্কে সাধারণভাবেই তাদের আগ্রহ রয়েছে। তাদের বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে ভারত সম্পর্কে পোস্টার, আলোকচিত্র, ছবি সংবলিত কার্ড সাজানো আছে। তাঁরা প্রায়ই ভারতের বর্তমান ঘটনাবলী সম্পর্কে, ভারতের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে মস্কো থেকে বক্তাদের এবং ভারতীয় ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যান। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতীয় কাব্যের সান্ধ্য আসরের আয়োজন করেন এবং ভারতীয় সংগীত ও নৃত্য শেখেন। তাদের বিদ্যালয়ে তারা ভারতের উৎসবের দিনগুলি পালন করেন।

বহু সোভিয়েত বিদ্যালয়ে ভারতের বন্ধুরা যেসব ক্লাব গঠন করেছে, সেগুলির নামকরণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেহরু ও অন্যান্য বিখ্যাত ভারতীয়ের নামে।

এ রকম একটি ক্লাবে নেহরুর জন্মদিনে ও ভারতের শিশু দিবস পালনের অনুষ্ঠানটির বর্ণনা দিতে চাই।

১৯৭৩ সালের ১৪ নভেম্বর মস্কোর ২৬ নং স্কুলের ঠাকুর ক্লাবের সদস্যরা ভারতীয় দূতাবাসের সদস্যদের, মস্কোতে কর্মরত ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁদের যে ছেলে-মেয়েরা রয়েছে তাদের এবং মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাগত জানালেন। নানা রং-এর বেলুন দিয়ে হলটি সাজানো হয়েছিল। দেয়ালে টাঙানো ছিল নেহরুর বড় একটা ছবি। সকলেই ছিলেন উৎসবের মেজাজে। সন্ধ্যায় ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নেহরুর উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা এবং

সোভিয়েত মহিলা কবি মিরদ্জা কেম্পে'র কবিতা আবৃত্তি করলেন।

এই সান্ধ্য অনুষ্ঠান চলতে থাকাকালেই বিভিন্ন ক্লাস ঘরে শুরু হয় অল্প বয়সের নৃত্যশিল্পী, গায়ক, আবৃত্তিকারক, অংকন শিল্পীদের প্রতিযোগিতা এবং পায়রোগ্রাফি (উত্তাপের সাহায্যে কাঠের উপর নক্সা তোলার কাজ) ও ফ্রেট-ওয়ার্ক (কাঠের উপর কারুকার্যের কাজ) সম্পর্কে প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগীরা ছিল সোভিয়েত ও ভারতীয় শিশুরা। পাঞ্জাবের অধিবাসী দুই ভাই-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হল তারা হল দশ বছর বয়সের অমরদীপ এবং ছয় বছরের দীপিন্দর সিং ওয়ালিয়া। তাদের পিতা রেডিও মস্কোর ভারতীয় বিভাগের একজন ঘোষক এবং গোটা পরিবারটি বহু বছর ধরে মস্কোতে রয়েছেন। অমরদীপ পড়ে একটি সোভিয়েত বিদ্যালয়ে আর দীপিন্দর কিণ্ডারগার্টেন এ। তাদের দুজনের এখানে বহু রুশ বন্ধু আছে এবং তারা তাদের বন্ধুদের মতই স্বচ্ছন্দে রুশ ভাষায় কথা বলে যেতে পারে। প্রতিযোগিতায় অমরদীপ এঁকেছে তিন জাতির তিনটি মানুষ, তারা শক্ত করে পরস্পরের হাত ধরে আছে, আর তলায় লিখে দিয়েছে : "পৃথিবীতে শান্তি আসুক"। দীপিন্দর এঁকেছে একটি সোভিয়েত মহাকাশ রকেট।

ঠাকুর ক্লাবের সদস্যরা সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীশৈলভাস্করকে তাদের উপহারগুলি ভারতীয় শিশুদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে বলল। সেই সন্ধ্যায় তারাও দিল্লীর গর্কি ক্লাবের সদস্য স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নানা উপহার পেয়েছে। গর্কি ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমানে মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সলিল গুপ্তের হাত দিয়ে তারা সেই উপহারগুলি পাঠিয়েছে।

২৬নং স্কুলের ঠাকুর ক্লাব এবং দিল্লীর স্প্রিংডেল স্কুলের গর্কি ক্লাবের মধ্যে সব সময়েই বইপত্র, রেকর্ড ও স্মারকসামগ্রীর

বিনিময় হয়। তারা একে অপরের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারত সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন তৈরি করে এবং সেই প্রশ্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাদের স্কুল দুটিতে।

ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের তরুণ তরুণীদের মধ্যে সম্পর্কের কথা, তাদের বন্ধুত্বের কথা বলতে গেলে ভোলগঙ্গা সাময়িক পত্রটির কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

ভোলগা ও গঙ্গা এই দুটি বিরাট নদীর নাম মিলিয়ে ভোলগঙ্গা শব্দটি তৈরি হয়েছে। কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ ভাষা অধ্যয়নকারী ছাত্র ছাত্রীরা ১৯৭১ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু করেন। রুশ সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ, কথোপকথনে ব্যবহৃত রুশ ভাষা সম্পর্কে পাঠ এবং ভারতীয় ছাত্র ছাত্রীদের অনূদিত সোভিয়েত কবিদের কবিতা পত্রিকাটিতে থাকে।

ভোলগঙ্গায় প্রকাশিত সমস্ত লেখাই তিনটি ভাষায়—রুশ, মালয়ালম ও ইংরাজি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিকে প্রদত্ত এক অভিনন্দনবাণীতে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির জাতীয় পরিষদের সভাপতি শ্রী কে. পি. এস. মেনন বলেছেন, "একটি দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করাই বেশ কঠিন কাজ, আর ত্রিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করে যাওয়াটা প্রায় মানুষের ক্ষমতার বাইরে বলেই মনে হবে। তা সত্ত্বেও ভোলগঙ্গার সম্পাদকমণ্ডলী দেখিয়ে দিয়েছেন যে এ কাজ করতে তাঁরা সমর্থ। ভোলগঙ্গা তিন ঘোড়ায় টানা রুশ ত্রোইকার মতই স্বচ্ছন্দে ও সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছে।"

* * *

স্রোতস্বিনীসম এই সামগ্রিক মানবসমাজ
চিরবহমান,
মুহূর্তেরও তরে তারা আমার মানস চক্ষে
নয়কো নিশ্চল।

স্বপ্নসম কেটে যায় যুগ যুগ অব্দ মহাকাল,
তরঙ্গে তরঙ্গে রুদ্ধ আবর্তিত বহে যায় গান,
মানুষের নানাভাষা বহুরূপে
তোলে কলতান
সাগরে মেলে যে নদী—গতিপথ তার
হয় যদি এখনো বা দূর ও সুদূর,
কিবা ক্ষতি তায়।

বিশ্বাস করি না আমি।
এই পংক্তির মতো হঠাৎ কখনো
থেমে যেতে পারে নাকো নদী

সোভিয়েত কবি স্তেপান শ্চিপাচেভ রচিত এই কবিতাটি আমার এক সাংবাদিক বন্ধুকে পড়ে শুনিয়েছিলেন বিজয় পাল নামে তরুণ এক ভারতবাসী। বিজয় পালের কাছে কবিতাটি এত ভাল লেগেছে যে তিনি তাঁর মাতৃভাষা অসমীয়াতে কবিতাটি অনুবাদ করে নিয়েছেন। বিজয় পাল সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়াশুনা করেছেন, সোভিয়েত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছেন এবং ছাত্র ছাত্রীদের নির্মাণকর্মী বাহিনীতে তাঁদের সঙ্গে কাজ করেছেন।

শ্চিপাচেভ এর কবিতাটির কথা আমার এইজন্য মনে এল যে আমাদের দুই দেশের যুব-সমাজের মধ্যে মৈত্রীকেও আমার মনে হয় প্রতি বছর প্রশস্ত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকা একটা নদীর মতই, যে নদী "হঠাৎ কখনো থেমে যেতে" পারে না।

চিত্রাবলী

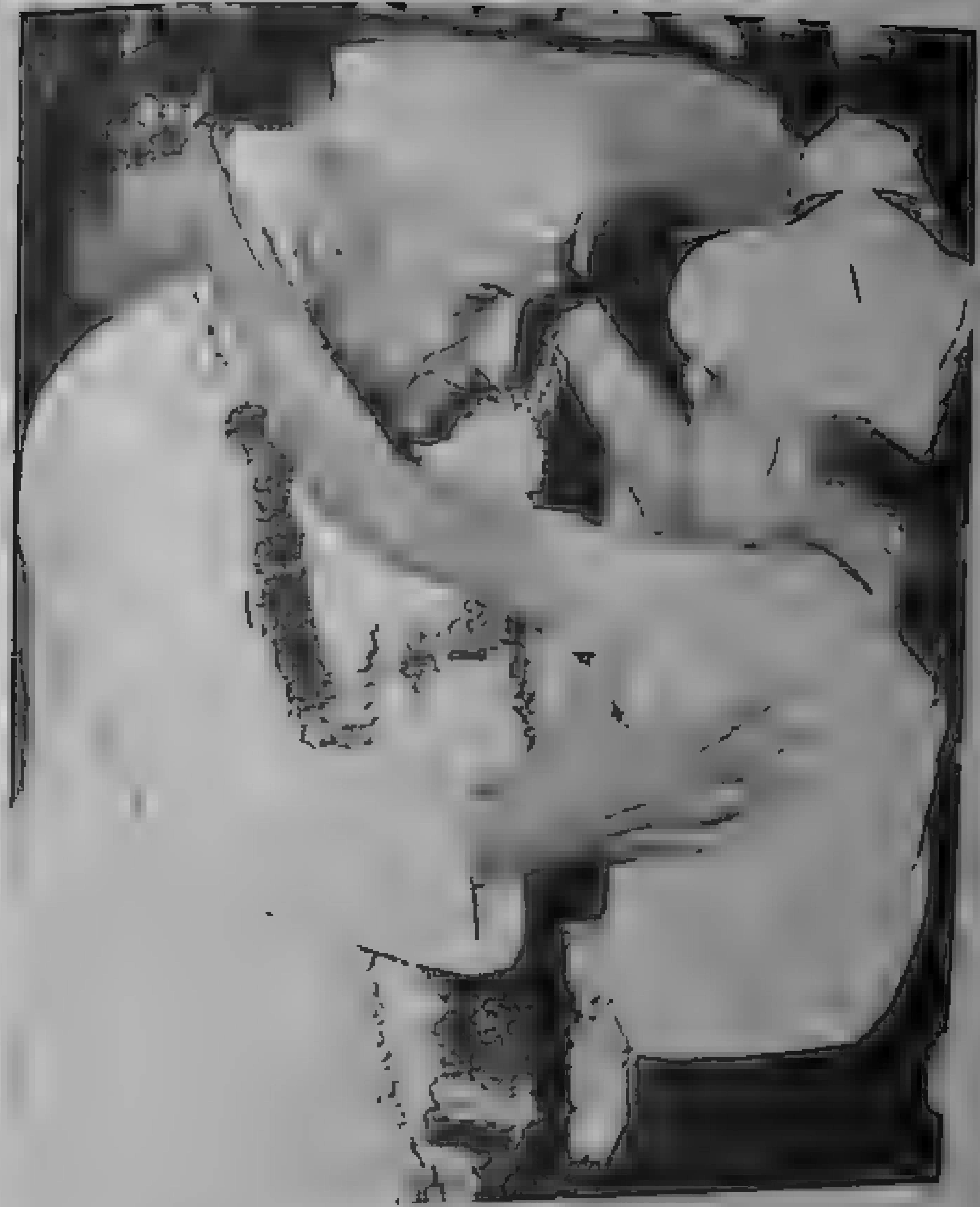

১৯৬৩ সালের মার্চে ভিলাইএ অনুষ্ঠিত এক জনসভায় একজন রুশ বিশেষজ্ঞের পুত্র সের্গেই সেরভ-এর সঙ্গে জওহরলাল নেহরু আলাপ করছেন।

মস্কো আবাসিক বিদ্যালয় নং—১১'এর ছাত্রছাত্রীরা হিন্দি শেখেন.

বোম্বাই'এর ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অব টেকনোলজি'তে একজন রুশ শিক্ষক ক্লাসে

সোভিয়েত ও ভারতের প্রকৌশলীরা বোকারো ইস্পাত কারখানার প্রথম ব্লাস্ট ফার্নেসটি নির্মাণ করেছেন। তাঁরা এখন কারখানাটির নতুন নতুন অংশ নির্মাণ করছেন

সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তা নিয়ে নির্মিত বোকারো ইস্পাত কারখানাটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার [illegible] সবচেয়ে বড় কারখানা হবে এবং সেখানে বছরে ১ কোটি টন ইস্পাত উৎপন্ন হবে।

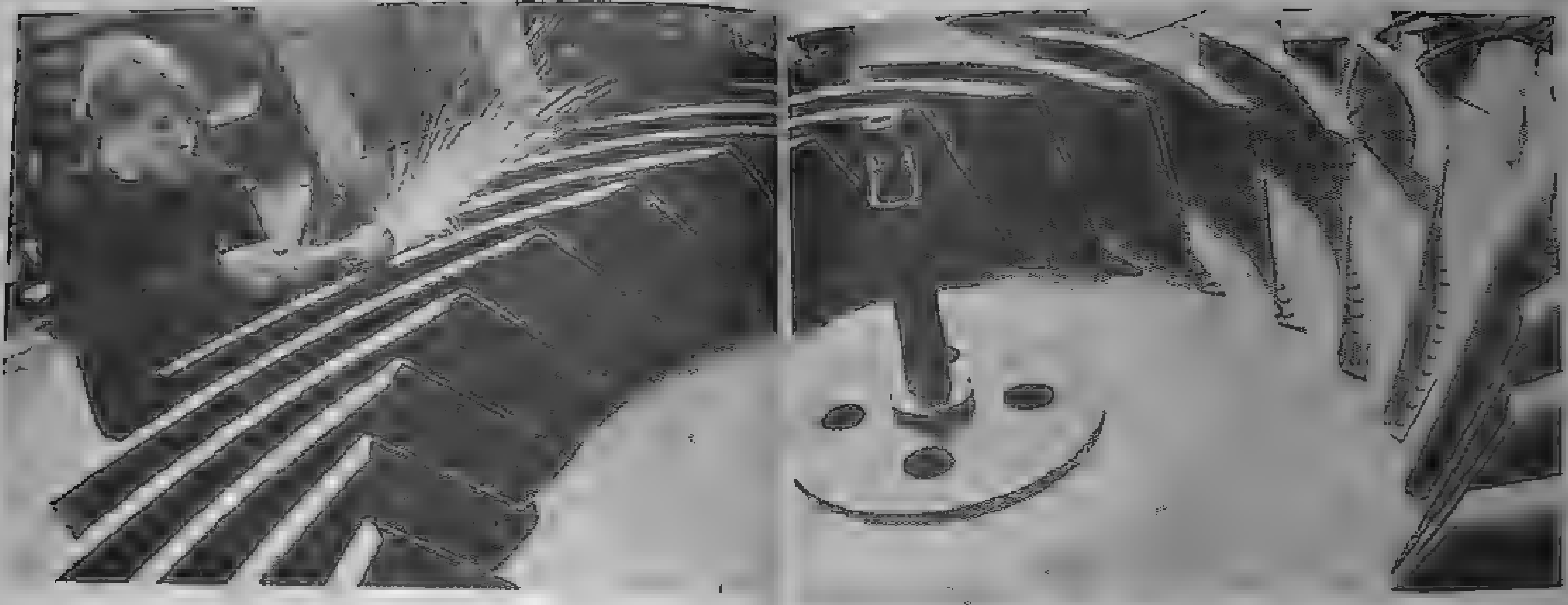

বহু সোভিয়েত শিল্প-প্রতিষ্ঠানই ভারতে কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে। লেনিনগ্রাদের লেনিনের নামানুসারে নামাকরণ করা নেভস্কি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এর মধ্যেই বোকারোর দুটি ফার্নেসের জন্য বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ফিটার এস. সেমিওনভ একটি রোটর সংযোজন করছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ভিলাই ইস্পাত কারখানার সমস্ত কল-কারখানাই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমদানি করা হয়েছে। বোকারোর দুই-তৃতীয়াংশ কল-কারখানাই তৈরি হচ্ছে ভারতে।

হৃষিকেশে এ্যান্টি-বায়োটিক কারখানা নির্মাণে সোভিয়েত ইউনিয়ন অংশ নিয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, নিয়ন্ত্রকরা উৎপন্নসামগ্রীর মান পরীক্ষা করছেন।

মস্কো এবং অন্যান্য সোভিয়েত শহরে কারখানায় প্রস্তুত এমন সব জিনিসপত্র চোখে পড়বে যার উপর ছাপ রয়েছে : "ভারতে তৈরি" বিদ্যুৎবাহী তার (কেবল) হল ভারতের সেরকম একটি রপ্তানি সামগ্রী।

১৯৭৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ভি. ইয়ারোশেভিচ-এর নেতৃত্বে এক সোভিয়েত যুব প্রতিনিধিদল সারা ভারত যুব ফেডারেশনের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনে এবং সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ১১তম জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দিল্লীর 'সোভিয়েত সংস্কৃতি ভবনে' সোভিয়েত যুব প্রতিনিধিদল এবং ভারতীয় যুব প্রতিনিধিদলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভার একটি দৃশ্য।

১৯৭৩ সালের [illegible] মস্কোস্থিত [illegible] মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] লুমুম্বার নামের ১০ম বার্ষিকী পালন করা হয়। ভারত থেকে আসা স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমের ছাত্র [illegible] সোভিয়েত সরকারের একটি পুরস্কার—'অহল্যাভূমি উন্নয়নের জন্য' পদক—প্রদান করা হচ্ছে।

[illegible]

মস্কো মৈত্রী ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতের পত্নী শ্রীমতী এম. শেলভাংকর ভারতে অনুষ্ঠিত শিশুদের আন্তর্জাতিক অঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করছেন

সোভিয়েত ইউনিয়নের [illegible] এবং ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপকের এবং প্রশিক্ষণরত [illegible] প্রবেশ করছেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ফ্যাকাল্টির [illegible] শিক্ষকদের ভারতীয় ছাত্র সম্প্রদায়, [illegible] ছবিতে বিশ্ববিদ্যালয়টির গ্রন্থাগারে দেখা যাচ্ছে।

অধ্যয়নের সময় এবং [illegible] মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ও সোভিয়েত ছাত্রছাত্রী [illegible] সবাই [illegible]

সোভিয়েত সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই-এর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এর ছাত্রসংখ্যা ২২০০। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একজন সোভিয়েত শিক্ষক বিমান-চালনাবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষামূলক ভাষণ দিচ্ছেন।

বোম্বাই এর ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির একটি পরীক্ষাগার।

সারা ভারত যুব ফেডারেশনের এবং সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের স্থানীয় শাখাসমূহের নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধিদল ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ রাশিয়ার রস্তভ-অন-দন'এ চিকিৎসাবিদ্যা ইনস্টিটিউটের একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র (ক্লিনিক) পরিদর্শন করেন।

রস্তভ-অন-দন'এ তামাক কারখানার একটি 'শপ'এ ভারতের যুব সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ।

কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী "আর্তেক" শিশু পাইয়োনিয়র শিবিরে ভারতীয় ও সোভিয়েত শিশুরা।

"তোমার বন্ধুর একটি ছবি আনন্দে এঁকে দাও"।

ভারত পর্যটনকারী বিখ্যাত রুশ পরিব্রাজক আফানাসি নিকিতিন'এর জন্মস্থান কালিনিনে তাঁরা পরিদর্শন করছেন।

১৯৭৪ সালের এপ্রিলে মস্কোতে অনুষ্ঠিত যুব কমিউনিস্ট লীগের ১৭শ কংগ্রেসে ভারতের যুব সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ। ছবিতে ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি এবং লোকসভার সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে ভাষণ দিতে দেখা যাচ্ছে

সোভিয়েত প্রতিনিধিদের তিনি স্বাক্ষর (অটোগ্রাফ) প্রদান করছেন।

মস্কোতে লেনিন স্মৃতিসৌধে সারা ভারত যুব ফেডারেশন ও সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের স্থানীয় শাখাসমূহের নেতৃবৃন্দ।

সোভিয়েত ও ভারতীয় যুব প্রতিনিধিদের 'মৈত্রী সপ্তাহে' (১৯৭২) যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিরা লেনিন স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে চলেছেন।

শিল্পীর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা একটি ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করছেন। (বামে) কিরঘিজিয়ার সোভিয়েত বালিকা ইন্দিরা তাজিকেইয়েভা। ১৯৫৫ সালে সে জন্মগ্রহণ করার সময় তার মা বাবা—পেশায় যাঁরা চিকিৎসক—ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তার নাম রেখেছিলেন। সে এখন একটি চিকিৎসাবিদ্যা ইনস্টিটিউটের ছাত্রী। [দক্ষিণে]

ভারতীয় সঙ্গীতবিদ, গায়ক ও নৃত্যবিদদের কনসার্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে সবসময়েই সাদর সংবর্ধনা লাভ করে। [দক্ষিণে]

আলমা আতায় সোভিয়েত এবং ভারতীয় যুব প্রতিনিধিদের মৈত্রী উৎসবে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচনা করা ছাড়াও তাঁরা নানা আনন্দে মেতেছিলেন। তাঁদের সোভিয়েত ও ভারতীয় গান গাইতে দেখা যাচ্ছে। [বামে]

এক সুখী দম্পতি ঃ দেশবন্ধু ধাওয়ান এবং মারিনা ভালেইয়েভা। দেশবন্ধু ধাওয়ান মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষায় শিক্ষিত, আর মারিয়া ভালেইয়েভা হলেন কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসের একজন সিনিয়র রেডিও অপারেটার।